কানযুল ইরফান

ফী

তারজামাতিল কুরআন



মাআ হাশিয়াতি ইফহামিল কুরআন

লেখক: শায়খুল হাদীস ওয়াত তাফসীর আবু সালেহ
মুফতী মুহাম্মদ কাসিম কাদেরী আত্তারী (مدّ ظلّه العالی)

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ ﴿۸۸﴾

৮৮. তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সরদাররা বলতে লাগলো[১], হে শুয়াইব! আমরা তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে অবশ্যই আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেবো অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে। সে বললো, যদিও আমরা তা অপছন্দ করি তবুও?

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰىنَا اللّٰهُ مِنْهَا ؕ وَمَا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَآ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ؕ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ؕ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ؕ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ﴿۸۹﴾

৮৯. নিঃসন্দেহে তাহলে তো আমরা অবশ্যই আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপকারী হবো, যদি এরপরও তোমাদের ধর্মে ফিরে আসি অথচ আল্লাহ আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। আর আমাদের মুসলমানদের মধ্যে কারো জন্য সমীচীন নয় যে, আমাদের রব আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত[২] তোমাদের ধর্মে ফিরে যাওয়া। আমাদের রবের জ্ঞান সবকিছুকে আয়ত্ব করে আছে।[৩] আমরা আল্লাহর উপরই ভরসা করেছি। হে আমাদের রব! আমাদের এবং আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায় পরায়ণতার সাথে ফয়সালা করে দাও এবং তুমি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।

টীকা:

১ হযরত শুয়াইব عَلَيْهِ السَّلَام 'র সম্প্রদায়ের সরদারদের অহংকার এবং সত্য গ্রহণ করার ব্যাপারে অবাধ্যতাই তাদের ধ্বংসের কারণ হলো। বুঝা গেলো যে, সম্প্রদায়ের সরদার সম্প্রদায়ের ধ্বংসের কারণ হয়। তাদের ভালো হওয়াটা সম্প্রদায়কে উচ্চতর স্তরে পৌছে দেয়, আর তাদের বিপথগামী হওয়াটা সম্প্রদায়কে লাঞ্ছনার গভীর গর্তে নিক্ষেপ করে।

২ পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পবিত্র, কেননা তিনি অকাট্যরুপে নিষ্পাপ ছিলেন এবং শয়তান তাঁকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। হযরত শুয়াইব عَلَيْهِ السَّلَام 'র এই ফরমান "আমাদের রব চাইলে যেকোনো কিছু হতে পারে"। প্রকৃতপক্ষে এটা হলো আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও কুদরতের বর্ণনা।

৩ এই আয়াতে ওই সকল আয়াতের ব্যাখ্যা যেখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ পাক সবকিছুকে ঘিরে রেখেছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ পাকের ইলম এবং তার কুদরত ঘিরে রেখেছে অর্থাৎ কোনো কিছু আল্লাহ পাকের জ্ঞান ও কুদরতের বাহিরে নয়। আল্লাহ পাক শরীর ও স্থানের দিক দিয়ে পবিত্র, আর ঘিরে যাওয়া ও ঘিরে রাখা থেকে পবিত্র।

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿٩٠﴾

৯০. আর তার সম্প্রদায়ের কাফের সরদাররা বললো, 'যদি তোমরা শুয়াইবের কথা মেনে নাও তাহলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে'।[১]

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٩١﴾

৯১. অতঃপর তাদেরকে প্রবল ভূমিকম্প পাকড়াও করলো। ফলে, তারা সকালবেলা নিজেদের ঘরের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইলো।

اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۚ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٩٢﴾

৯২. যারা শুয়াইবকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো, তারা এমন হয়ে গেলো যেন কোনো দিন ওই ঘরগুলোতে বসবাসই করেনি। শুয়াইবকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরাই ক্ষতিগ্রস্থ হলো।

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩. অতঃপর শুয়াইব তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং বললো, হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে আমার রবের বাণী পৌঁছে দিয়েছি এবং আমি তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি, সুতরাং আমি কী করে দুঃখ প্রকাশ করবো কাফের সম্প্রদায়ের জন্য?[২]

مع

ع ١١

টীকা:

১ হযরত শুয়াইব عَلَيْهِ السَّلَام 'র সম্প্রদায়কে আল্লাহ পাকের হুকুম পালনে নিজের ব্যর্থতা, সঠিক পথে চলার ক্ষেত্রে নিজের ধ্বংস এবং সঠিক দ্বীনের উপর ঈমান আনার ক্ষেত্রে ভয়াবহ বিপদ দেখা দিলে তখন তারা অন্যান্যদেরকেও সঠিক দ্বীন থেকে দূরীভূত করার চেষ্টা শুরু করে দিলো। এ ধরনের বিবেকহীন লোক আমাদের সমাজেও কম নয়। ইসলামের নিয়ম নীতিকে অবহেলাকারি, শরীয়তের নিয়মনীতিকে পরিবর্তনের প্রবক্তা, পর্দাকে নারীদের স্বাধীনতার পরিপন্থী আখ্যায়িতকারি, ইসলামী শাস্তিকে জুলুম ও বর্বরতা হিসেবে গণ্যকারীদের উচিত মাদয়ান বাসীদের অবস্থা আর তাদের পরিণতির দিকে গভীর চিন্তা করা।

২ কাফেরদের ধ্বংসের পর হযরত শুয়াইব عَلَيْهِ السَّلَام তাদের সাথে যে কথা বললেন এর দ্বারা বোঝা গেলো যে, মৃত ব্যক্তিরা শোনে।

وَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّآ اَخَذْنَآ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ ﴿٩٤﴾

৯৪. আর আমি যেই জনপদেই নবী প্রেরণ করেছি আমি সেখানকার অধিবাসীদেরকে অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পাকড়াও করেছি, যেন তারা বিনীত হয়ে প্রার্থনা করে।

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا وَّقَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٩٥﴾

৯৫. অতঃপর আমি দূরাবস্থাকে সচ্ছলতা দিয়ে বদলে দিলাম শেষ পর্যন্ত তারা প্রাচুর্যে বেড়ে গেলো আর বলতে লাগলো, নিশ্চয়ই আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছেও দুঃখ আর সুখ পৌঁছেছিলো। অতঃপর আমি তাদেরকে আকস্মিকভাবে পাকড়াও করলাম,[১] অথচ তারা এ ব্যাপারে জানতেও পারিনি।

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৬. আর যদি জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আসমান ও জমিন থেকে বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করেছি।

اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ

৯৭. তবে কি জনপদের অধিবাসীরা এ ব্যাপারে ভয় করে না যে, তাদের উপর

টীকা:

১ অতীত সম্প্রদায়ের অবস্থাকে সামনে রেখে আমাদেরও নিজেদের বর্তমান অবস্থার প্রতি একটু চিন্তাভাবনা ও হিসাব করা উচিত যে, আমরাও তুফান, ভূমিকম্প, বন্যা এবং অন্যান্য বিপদ আপদে পতিত হলে আমরা কি শিক্ষা গ্রহণ করে থাকি নাকি আমাদের অবস্থা অন্য কিছু দেখা যায়। আফসোস! কিছু কিছু লোকের অন্তরের কঠোরতার অবস্থা এমন যে, ভূমিকম্প তুফান, বন্যাকে শিক্ষা হিসেবে না নিয়ে হাসিঠাট্টা বানিয়ে নেয়। আর কিছু দুর্ভাগা এমন যে, বিপদে জর্জরিত লোকদেরকে লুণ্ঠন আর তাদেরকে যে অর্থ দান করা হয় তা লুণ্ঠন করা শুরু করে দেয়।

بَأْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَآئِمُوْنَ ﴿٩٧﴾	আমার আযাব অকস্মাৎ রাতে এসে পড়বে যখন তারা থাকবে নিদ্রামগ্ন?
اَوَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿٩٨﴾	৯৮. অথবা জনপদের অধিবাসীরা কি ভয় করে না যে, তাদের উপর আমার শাস্তি দিনের বেলায় এসে পড়বে যখন তারা থাকবে খেলায় মগ্ন?
اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ۚ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٩٩﴾ ع	৯৯. তারা কি আল্লাহর গোপন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নির্ভীক হয়ে গেছে? সুতরাং আল্লাহর গোপন ব্যবস্থাপনা থেকে কেবল ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকেরাই নির্ভীক হয়।[১]
اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ اَهْلِهَآ اَنْ لَّوْ نَشَآءُ اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿١٠٠﴾	১০০. আর জমিনের অধিবাসীদের (চলে যাবার) পর যারা তার উত্তরাধিকারী হয়েছে, তাদের কাছে কি এ কথা পরিষ্কার হয়নি যে, আমি যদি চাই, তাদের পাপের কারণে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি? আর আমি মোহর মেরে দিতে পারি তাদের হৃদয়ে।[২] অতঃপর তারা কিছুই শুনবে না।
تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآئِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ	১০১. এগুলো হলো সেসব জনপদ, যেগুলোর কিছু বিবরণ আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি আর নিশ্চয়ই তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ এসেছিলো। কিন্তু

ع ١٢

টীকা:

১ আরবী শব্দ مَكْر এর শাব্দিক অর্থ হলো গোপন রহস্য, আর সাধারণত ধোঁকা ও প্রতারণাকে مَكْر বলা হয় হয়। এখানে এর শাব্দিক অর্থ গোপন রহস্যকে বোঝানো হয়েছে।

২ এর অর্থ হলো যার সামনে আল্লাহ পাক হেদায়েতের রাস্তা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন, পূর্ববর্তী উম্মতদের দৃষ্টান্তও বর্ণনা করে দিয়েছেন। এরপরও সে নিজের কুফরী এবং অবাধ্যতার উপর অটল ছিলো,কাজেই আল্লাহ পাক তার অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেন যার কারণে সে কোনো হক কথা শুনতে চায় না।

بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٠١﴾

পূর্বে তারা যা অস্বীকার করেছিলো[১] তার প্রতি তারা ঈমান আনার ছিলো না। আল্লাহ এভাবেই কাফেরদের হৃদয়গুলোর উপর মোহর মেরে দেন।

وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ۚ وَاِنْ وَّجَدْنَآ اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ ﴿١٠٢﴾

১০২.আর তাদের অধিকাংশ লোককে আমি প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী হিসেবে পাইনি, বরং তাদের অধিকাংশকে হুকুম পালনে অবাধ্যই পেয়েছি।[২]

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৩.অতঃপর তাদের পরে আমি মূসাকে[৩] আমার নিদর্শনাদি সহকারে ফেরাউন[৪]এবং তার পরিষদবর্গের কাছে পাঠিয়েছি, অতঃপর তারা সেই নিদর্শনগুলোর প্রতি অবিচার করেছে। সুতরাং দেখো, ফাসাদকারীদের কেমন পরিণতি হয়েছিলো?

وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٤﴾ ۙ

১০৪. আর মূসা বললো,'হে ফেরাউন! আমি বিশ্বজাহানের রবের নিকট থেকে প্রেরিত রাসূল'।

টীকা:

১ মুফাসসিরগণ আয়াতের এই অংশে বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে দুটি হলো (১) নবীদের মুজিযা দেখার পূর্বে যে বিষয়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো তা মুজিযা দেখেও মানেনি। (২) আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام 'র আগমনের প্রথম দিন থেকে যা অস্বীকার করেছিলো শেষ পর্যন্ত তা মানেনি, আর অস্বীকার করতেই থাকলো।

২ এই প্রতিজ্ঞা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেই ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি, যা আল্লাহ পাক প্রতিশ্রুতির দিন তাদের থেকে নিয়েছিলেন অথবা যখন কোনো মুসিবত আসতো তখন প্রতিজ্ঞা করতো, হে রব! যদি তুমি আমাদেরকে এটা থেকে নাজাত দিয়ে দাও তাহলে আমরা অবশ্যই ঈমান আনবো। অতঃপর যখন নাজাত পেতো তখন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতো এবং ঈমান আনতো না।

৩ হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام বনী ইসরাঈলের একজন মহান রাসূল। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام 'র বংশধর। হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام 'র ওফাত লাভের চারশ বছর পর এবং হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام 'র সাত শত বছর পর জন্মগ্রহণ করেন এবং একশত বিশ বছর হায়াত পান।

৪ ফেরাউন আসলে একজন ব্যক্তির নাম ছিলো এরপর সে মিসরের বাদশাহর উপাধী হয়ে গেলো । হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام 'র যুগের ফেরাউনের নাম ছিলো ওয়ালিদ বিন মুসআব বিন রাইয়ান ।

حَقِيْقٌ عَلٰٓى اَنْ لَّآ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٠٥﴾

১০৫. আমার জন্য এটাই সমীচীন যে, আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া কিছু বলবো না। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সবার কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সুতরাং বনী ইসরাঈলকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও।

قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৬. বললো, 'তুমি যদি কোনো প্রমাণ এনে থাকো, তাহলে তা পেশ করো, যদি তুমি সত্যবাদী হও'।

فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٠٧﴾

১০৭. অতঃপর মূসা নিজের লাঠি নিক্ষেপ করলো ফলে তাৎক্ষণাৎ তা প্রকাশ্য একটা অজগরে রূপান্তরিত হয়ে গেলো।

وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿١٠٨﴾

১০৮. আর নিজের হাত বগলে ঢুকিয়ে বের করলো। তখন তা দর্শকদের সামনে সাদা উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিলো।

ع ٩ ٣

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ﴿١٠٩﴾

১০৯. ফেরাউন সম্প্রদায়ের সরদাররা বললো,'নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি একজন দক্ষ জাদুকর'।

يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ ۚ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ﴿١١٠﴾

১১০. সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়। তোমরা কী পরামর্শ দিচ্ছো?

قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿١١١﴾

১১১. তারা বললো,'তাকে এবং তার ভাইকে কিছু অবকাশ দাও আর নগরে নগরে সংগ্রাহক পাঠিয়ে দাও'।

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴿١١٢﴾	১১২. তারা তোমার কাছে সকল বিজ্ঞ জাদুকরকে নিয়ে আসবে।
وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٣﴾	১১৩.আর অবশেষে জাদুকরেরা ফেরাউনের কাছে এলো । তখন বলতে লাগলো,যদি আমরা বিজয় লাভ করতে পারি তাহলে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো ?
قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٤﴾	১১৪. (ফেরাউন)বললো, 'হ্যাঁ! আর অবশ্যই তখন তোমরা আমার ঘনিষ্ঠ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে'।
قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴿١١٥﴾	১১৫.(জাদুকরেরা) বললো, 'হে মূসা! তুমি কি তোমার লাঠি নিক্ষেপ করবে নাকি আমরাই(প্রথমে) নিক্ষেপ করবো'।[১]
قَالَ أَلْقُوا ۚ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾	১১৬. বললো, 'তোমরাই নিক্ষেপ করো'। যখন তারা নিক্ষেপ করলো, তখন লোকদের চোখে জাদু করলো এবং তাদেরকে ভীত করে তুললো এবং তারা বড় সাংঘাতিক জাদু দেখালো।[২]
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۚ	১১৭. আর আমি মূসার প্রতি ওহী করলাম তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ করো।সুতরাং

টীকা:

১ জাদুকরেরা নিজেদের কথা দ্বারা হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام'র আদব করলো আর তাঁকে অগ্রাধিকার দিলো এবং তাঁর অনুমতী ছাড়া নিজেদের কাজে ব্যস্ত হয়নি। এই আদবের বিনিময় স্বরুপ তারা এটা পেলো যে,আল্লাহ পাক তাদেরকে ঈমান ও হেদায়েতের দৌলত দ্বারা ধন্য করলেন।

২ এই আয়াতে জাদুকরদের জাদুর প্রভাবের কথা উল্লেখ রয়েছে,তারা তাদের নিক্ষিপ্ত রশি আর লাঠির বাস্তবতা পরিবর্তন করেনি বরং মানুষের দৃষ্টির উপর প্রভাব বিস্তার করলো যে, মানুষেরা হামাগুড়ি দিয়ে দৌড়ে আসা সাঁপ মনে করলো। এর দ্বারা বোঝা গেলো যে,জাদুকরদের জাদুর নিয়ম এটাই ছিলো অর্থাৎ জিনিসের বাস্তবতা পরিবর্তন করেনি।

فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾	তৎক্ষণাৎ সেই লাঠি তাদের অলীক জিনিসগুলোকে গ্রাস করতে লাগলো।
فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾	১১৮. ফলে সত্য প্রমাণিত হলো এবং তারা যা করছিলো তা সব মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো।
فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ ﴿١١٩﴾	১১৯. অতঃপর তারা সেখানেই পরাজিত হলো এবং লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে গেলো।
وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿١٢٠﴾	১২০.আর জাদুকরেরা সিজদায় লুটিয়ে পড়লো।
قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢١﴾	১২১. তারা বলতে লাগলো, আমরা বিশ্বজাহানের রবের প্রতি ঈমান আনলাম।
رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٢﴾	১২২. যিনি মূসা ও হারূনের রব ।
قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٢٣﴾	১২৩.ফেরাউন বললো, 'আমার অনুমতি দেবার আগেই কি তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে? এটা তো অনেক বড় চক্রান্ত ছিলো যা তোমরা এই শহরের মধ্যে করেছো, যাতে শহরবাসীদেরকে তা থেকে বের করে দিতে পারো। সুতরাং অচিরেই তোমরা জানতে পারবে'।[১]
لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٤﴾	১২৪. আমি অবশ্যই তোমাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেবো, অতঃপর তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াবো।

টীকা:

১ এর দ্বারা বোঝা গেলো যে, ঈমান ও নেক আমলকে ক্ষতিকারক মনে করা আর নিজের দুনিয়া ধ্বংসের কারণ মনে করা কাফেরদের রীতিনীতি। প্রকৃত মুমিনের নিকট এই বিষয়গুলো দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জায়গায় উপকারী হয়।

قَالُوْٓا اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ۚ ﴿١٢٥﴾

১২৫. (জাদুকরেরা) বলতে লাগলো, 'আমরা অবশ্যই আমাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তন করবো'।[১]

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ
رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ؕ رَبَّنَآ اَفْرِغْ
عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ﴿١٢٦﴾ ع ١٨ ٢

১২৬.আর তুমি আমাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করছো এ কারণে যে, আমরা আমাদের রবের নিদর্শনাদির প্রতি ঈমান এনেছি, যখন তা আমাদের কাছে এসেছে? হে আমাদের রব ! আমাদেরকে পরিপূর্ণ ধৈর্য দান করো। এবং আমাদেরকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দান করো।[২]

وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ
مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ
وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ؕ قَالَ سَنُقَتِّلُ
اَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّا

১২৭. আর ফেরাউন সম্প্রদায়ের সরদাররা বললো, 'তুমি কি মূসা ও তাঁর সম্প্রদায়কে ছেড়ে দেবে যাতে তারা জমিনে ফাসাদ করে এবং তোমার ও তোমার নির্ধারণকৃত দেবতাগুলোকে বর্জন করে?'[৩] (ফেরাউন) বললো, অচিরেই আমরা তাদের ছেলেদেরকে হত্যা করবো এবং তাদের মেয়েদেরকে

টীকা:

১ মুমিনের অন্তরে ঈমানী চেতনার আধিক্যের সময় গায়রুল্লাহর(আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো) ভয় থাকে না। এজন্য হক গ্রহণ করার পর ওই জাদুকরদের অবস্থা এমন হলো যে, ফেরাউনের এমন ভয়াবহ শাস্তির কথা শুনেও তাদের পা কাঁপেনি বরং তারা প্রকাশ্যে ফেরাউনের মুখের উপর তার হুমকির জবাব সাহসিকতার সাথে দিলো, আর নিজের ঈমানকে কোনো বালিশের কভারে পেঁচিয়ে রাখেনি।

২ এরা দিনের প্রথম ভাগে জাদুকর ছিলো আর সেদিনই তারা মুমিন হলো এবং দিনের শেষভাগে শহীদ হলো। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام 'র বরকতে এক দিনেই ঈমান, সাহচর্য ও শাহাদাতের মর্যাদা পেয়ে গেলো।

৩ ফেরাউন নিজ সম্প্রদায়ের জন্য প্রতিমা বানিয়ে দিয়েছিলো যেগুলোর ইবাদত করার হুকুম দিতো আর বলতো "আমি তোমাদেরও রব এবং ওই প্রতিমাগুলোরও রব"।

فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ ﴿١٢٧﴾

জীবিত রাখবো। আর নিশ্চয়ই আমরা তাদের উপর ক্ষমতাবান।[১]

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ۚ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ ۙ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٢٨﴾

১২৮. মূসা তার সম্প্রদায়কে বললো, 'আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয়ই জমিন আল্লাহর। তাঁর বান্দাদের মধ্যে তিনি যাকে চান তাকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন। আর উত্তম পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য'।

قَالُوْٓا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ؕ قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٩﴾ ع

১২৯.সম্প্রদায়ের লোকেরা বললো, 'আপনার আসার আগেও আমরা নির্যাতিত হয়েছি আর এখন আপনার আসার পরেও নির্যাতিত হচ্ছি'। মূসা বললো,'শীঘ্রই তোমাদের রব তোমাদের শত্রুদেরকে ধ্বংস করে দেবেন এবং জমিনে তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করবেন। তারপর তোমরা কেমন কাজ করো তা তিনি দেখবেন'।[২]

وَلَقَدْ اَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿١٣٠﴾

১৩০. আর নিশ্চয়ই আমি পাকড়াও করেছি ফেরাউনের অনুসারীদেরকে কয়েক বছরের দুর্ভিক্ষ এবং ফল-ফলাদির ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

ع ৫

টীকা:

১ ফেরাউন এই কথা জনসাধারণের সামনে নিজের সুনাম অটুট রাখার জন্য বলেছিলো এবং এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য এটাই ছিলো যে, যাতে জনসাধারণ মনে করে, সে মূসা عَلَيْهِ السَّلَام ও তার সম্প্রদায়কে কোনো ব্যর্থতার কারণে অথবা ভয়ের কারণে ছেড়ে দেয়নি বরং সে যখন চাইবে তাদেরকে ধরতে পারবে। এ কথা সে নিজের মুখে বলতো অথচ ফেরাউনের অবস্থা এটাই ছিলো যে, তার মন হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام'র ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত ছিলো।

২ হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাকের প্রদত্ত ক্ষমতায় ভবিষ্যতে ঘটিতব্য বিষয়ের সংবাদ নির্দ্বিধায় বর্ণনা করে দিলেন। আর যেমনটি হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام বলেছিলেন তেমনটি হলো, ফেরাউনকে তার গোত্রের সাথে ধ্বংস করে দেয়া হলো এবং বনী ইসরাঈল মিসর রাষ্ট্রের মালিক হয়ে গেলো।

فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ؕ اَلَآ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣١﴾

১৩১. অতঃপর যখন তাদের কাছে কল্যাণ আসতো, তখন তারা বলতো, 'এটা আমাদের জন্য।' আর যখন তাদের কাছে অকল্যাণ পৌঁছতো তখন তারা মূসা ও তাঁর সঙ্গীদেরকে কুলক্ষুণে মনে করতো, শুনে নাও! তাদের কুলক্ষণ আল্লাহরই নিয়ন্ত্রাণাধীন, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক তা জানে না।[১]

وَقَالُوْا مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٢﴾

১৩২. আর (ফেরাউনীরা) বললো, '(হে মূসা!), তুমি আমাদের উপর জাদু করার জন্য যে কোনো নিদর্শনই আনো না কেন আমরা কোনোভাবেই তোমার প্রতি ঈমান আনবো না'।

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ ۖ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿١٣٣﴾

১৩৩.অতঃপর আমি তাদের উপর পাঠিয়েছি প্লাবন, পঙ্গপাল, ক্ষুদ্র কীট(অথবা উকুন), ব্যাঙ এবং রক্তের পৃথক পৃথক নিদর্শনসমূহ,[২] তারপরও তারা অহংকার করলো। আর তারা ছিলো এক অপরাধী সম্প্রদায় ।

টীকা:

১ মুশরিক সম্প্রদায়ের মাঝে বিভিন্ন জিনিসকে কুলক্ষণ মনে করার বিষয়টি অনেক পুরনো। এবং তাদের তো বিবেকধারীরা প্রতিটি জিনিস থেকে কুলক্ষণের প্রভাব গ্রহণ করতো। যেমন কোনো ব্যক্তি কোনো কাজে বের হলো আর রাস্তায় কালো বিড়াল সামনে দিয়ে অতিক্রম করলো অথবা কোনো বিশেষ পাখীর আওয়াজ কানে আসলো তৎক্ষনাৎ ঘরে ফিরে আসতো। অনুরূপ কারো আসা অথবা কতিপয় দিন ও মাসকে কুলক্ষণ মনে করা তাদের কাছে সাধারণ ব্যাপার ছিলো। অনুরূপ আমাদের সমাজেও এই ধরনের অনেক চিন্তাভাবনা বিস্তার লাভ করেছে। ইসলাম এ ধরনের চিন্তাভাবনাকে একেবারে বাতিল সাব্যস্ত করেছে। আর এ ধরনের কুলক্ষণ শরয়ীভাবে ঠিক নয়।

২ যখন ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায় হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام'র উপর ঈমান আনার ব্যাপারে সুস্পষ্ট অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো, তখন হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام তাদের বিরুদ্ধে দোয়া করলেন যা কবুল হলো। আর সেই বদ দোয়ার পর ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের উপর যে আযাব আসলো সেটার আলোচনা এই আয়াতে করা হয়েছে। এর বিস্তারিত জানার জন্য তাফসীর সিরাতুল জিনান খন্ড ৩ পৃষ্ঠা ৪১৪ অধ্যয়ন করুন।

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۚ ﴿١٣٤﴾

১৩৪.আর যখন তাদের উপর বিপদ আসতো,তখন বলতো, 'হে মূসা! আমাদের জন্য তোমার রবের কাছে প্রার্থনা করো, তোমার সাথে তাঁর যে অঙ্গীকার রয়েছে তদানুযায়ী। নিশ্চয়ই যদি তুমি আমাদের উপর থেকে বিপদ দূরে করে দাও,[১] তবে আমরা অবশ্যই তোমার প্রতি ঈমান আনবো আর বনী ইসরাঈলকে তোমার সাথে পাঠিয়ে দেবো'।

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلٰٓى اَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ﴿١٣٥﴾

১৩৫. অতঃপর যখনই আমি তাদের উপর থেকে বিপদ দূর করতাম কিছু কালের জন্য যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিলো, তখনই তারা নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করতো।

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾

১৩৬. সুতরাং আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। অতঃপর তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছি কারণ তারা আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো এবং সেগুলো সম্পর্কে ছিলো একেবারে উদাসীন।[২]

وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَ

১৩৭. আর আমি দুর্বল করে রাখা লোকদেরকে সেই জমিনের পূর্বের ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলাম

টীকা:

১ ফেরাউনের লোকেরাও জানতো যে, আল্লাহ পাকের আযাব থেকে নাজাত হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام 'র মাধ্যমেই হবে। এজন্য আল্লাহ পাকের মকবুল বান্দাদের বিপদ দূরীভূতকারী এবং হাজত পূরণকারী বলা হয়।

২ এর অর্থ হলো যখন ফেরাউনের লোকদেরকে বারংবার আযাব থেকে নাজাত দেয়া হলো আর তারা কোনো প্রতিশ্রুতি রক্ষায় অটল ছিলো না এবং ঈমান আনেনি ও কুফর ছাড়েনি। সুতরাং যে সময় তাদের জন্য নির্ধারিত ছিলো তা পূর্ণ হওয়ার পর তাদেরকে আল্লাহ পাক নীল নামক নদীতে ডুবিয়ে ধ্বংস করলেন।

مَغَارِبَهَا الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ بِمَا صَبَرُوْا ؕ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ﴿١٣٧﴾

যাতে আমি কল্যান নিহিত রেখেছি। আর এভাবেই বনী ইসরাঈলের ব্যাপারে তাদের ধৈর্যধারণের কারণে তোমার রবের কল্যাণময় অঙ্গীকার পূর্ণ হলো,[১] আর ফেরাউন ও তাঁর সম্প্রদায়ের কীর্তিকলাপ ও উচ্চ প্রাসাদসমূহকে আমি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছি।

وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ؕ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿١٣٨﴾

১৩৮. আর আমি বনী-ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম, অতঃপর তারা আসলো এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে যারা নিজেদের মূর্তিগুলোর পূজায় রত ছিলো। তারা (বনী ইসরাঈল) বললো,[২] 'হে মূসা! তাদের যেমন উপাস্য আছে আমাদের জন্য তেমনি উপাস্য নির্ধারণ করে দাও'। (মূসা) বললো, 'তোমরা নিশ্চয়ই মূর্খ সম্প্রদায়'।

اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٩﴾

১৩৯. নিশ্চয়ই এসব লোক যে কাজে লিপ্ত রয়েছে তা ধ্বংস হয়ে যাবে । আর তারা যেসব কাজ করছে তা সব বাতিল।

قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٤٠﴾

১৪০. মূসা বললো, 'তোমাদের জন্য কী আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য খুজবো? অথচ তিনি তোমাদেরকে গোটা পৃথিবীবাসীর

টীকা:

১ বনী ইসরাঈলকে তাদের ধৈর্যের কারণে ইজ্জত, বিজয়,সুখ আর রাজত্ব নসীব হলো। আর এর দ্বারা বোঝা গেলো, ধৈর্য খুব ফযিলতপূর্ণ আমল।

২ হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام'র নিকট এই আবেদন সকল বনী ইসরাঈল করেনি, কেননা তাদের মাঝে হযরত হারুন عَلَيْهِ السَّلَام ও অন্যান্য বুযুর্গ আওলিয়া কেরামও ছিলেন বরং ওই সব লোকেরা করেছিলো যারা সে সময় দৃঢ় ঈমানদার ছিলো না।

উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন'।

وَ اِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ۚ يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَ فِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿۱۴۱﴾ ع

১৪১. আর স্মরণ করো! যখন আমি ফেরাউনের লোকদের থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করলাম, যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিতো। যারা তোমাদের ছেলেদেরকে হত্যা করতো এবং তোমাদের মেয়েদেরকে জীবিত রাখতো। আর এতে ছিলো তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মহা পরীক্ষা।

وَ وٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّ اَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ وَ قَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَ اَصْلِحْ وَ لَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۱۴۲﴾

১৪২. আর আমি মূসাকে ত্রিশ রাতের ওয়াদা দিয়েছিলাম এবং আরো দশ দ্বারা তা পূর্ণ করেছিলাম । সুতরাং তাঁর রবের নির্ধারিত মেয়াদ চল্লিশ রাত পূর্ণ হলো,[১] এবং মূসা তাঁর ভাই হারূনকে বললো, ' তুমি আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করো ,সংশোধন করো এবং ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অনুসরণ করো না'।[২]

وَ لَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَ كَلَّمَهٗ

১৪৩. আর যখন আমার নির্ধারিত সময়ে মূসা এসে গেলো এবং তার রব তার সাথে

টীকা:

১ ফেরাউনের ধ্বংসের পর হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাকের দরবারে তাওরাত পাওয়ার জন্য দোয়া করলেন, তখন ত্রিশ রাতের জন্য তুর পাহাড়ে আসার প্রতিশ্রুতি নেয়া হলো, আর সেই দিনগুলোতে রোযা রাখার হুকুম দেয়া হলো। সুতরাং হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَامআপন ভাই হযরত হারুন عَلَيْهِ السَّلَامকে নিজের প্রতিনিধি নির্ধারণ করে তুর পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হলেন। সেখানে যখন ইবাদত ও রিয়াযতের ত্রিশ দিন পূর্ণ হলো তখন মুনাজাতের পূর্বে মূসা عَلَيْهِ السَّلَامমিসওয়াক করে নিলেন যাতে মুখ থেকে গন্ধ বের না হয়। এতে তাঁকে আরও দশদিন রোযা রাখার হুকুম দেয়া হলো।

২ হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام 'র হযরত হারুন عَلَيْهِ السَّلَام কে এ কথা বলাটা মূলত তার মাধ্যমে বনী ইসরাঈলের জন্য ছিলো, অন্যথায় নবীগণ ফাসাদীদের রাস্তায় চলা থেকে নিষ্পাপ। তাছাড়া এ কথা তাকীদ(দৃঢ়তা) ও স্থায়িত্বের জন্যও হতে পারে।

رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ اَرِنِیْۤ اَنْظُرْ اِلَیْكَ ؕ
قَالَ لَنْ تَرٰىنِیْ وَ لٰكِنِ انْظُرْ اِلَى
الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ
تَرٰىنِیْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ
جَعَلَهٗ دَكًّا وَّ خَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّاۤ
اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَیْكَ وَ
اَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۱۴۳﴾

কথা বললেন। সে বললো, 'হে আমার রব! তুমি আমাকে দেখা দাও!আমি তোমাকে দেখবো।' আল্লাহ বললেন, তুমি আমাকে কখনো দেখতে পারবে না[১] বরং তুমি এ পাহাড়ের দিকে তাকাও। যদি তা নিজ স্থানে স্থির থাকে তবে তুমি অচিরেই আমাকে দেখবে । অতঃপর যখন তার রব পাহাড়ের উপর স্বীয় জ্যোতি বিচ্ছুরিত করলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলো আর মূসা বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলো। অতঃপর যখন হুঁশ ফিরে এলো তখন বললো, 'তুমি পবিত্র, আমি তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম এবং আমি মুমিনদের মধ্যে প্রথম।'

قَالَ یٰمُوْسٰۤى اِنِّی اصْطَفَیْتُكَ عَلَى
النَّاسِ بِرِسٰلٰتِیْ وَ بِكَلَامِیْ ۫ فَخُذْ مَاۤ
اٰتَیْتُكَ وَ كُنْ مِّنَ الشّٰكِرِیْنَ ﴿۱۴۴﴾

১৪৪.আল্লাহ বললেন, 'হে মূসা! আমি আমার রিসালাত এবং বাক্যালাপ দ্বারা তোমাকে মানুষের উপর বেছে নিয়েছি।[২] সুতরাং যা কিছু আমি তোমাকে দান করেছি গ্রহণ করো এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও।'

টীকা:

১ এই আয়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, আল্লাহ পাকের দীদার অসম্ভব, কেননা যদি এটা অসম্ভব হতো তাহলে হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কখনও দোয়া করতেন না, কেননা অসম্ভব বিষয়ের দোয়া করা জায়েয নয়। এবং আল্লাহ পাকও দোয়া করাকে নাজায়েয বলেননি বরং দুনিয়ায় এর কবুল না হওয়ার বিষয়কে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে এই আয়াতে আল্লাহ পাক হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام 'র দেখার বিষয়কে না বলেছেন। এটা বলেননি যে, আমাকে দেখা সম্ভব নয়।

২ এখানে "লোক" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام 'র যুগের লোক। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে,হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام তার যুগের লোকদের মাঝে সবচেয়ে অধিক সম্মান, মর্যাদা, শান শওকতের অধিকারী ছিলেন। কেননা তিনি শরীয়তের ধারক ছিলেন এবং তাঁর উপর আল্লাহ পাকের কিতাব তাওরাত নাযিল হয়েছিলো। আর আমাদের নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরপর হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এরপরে হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন।

وَ كَتَبْنَا لَهٗ فِي الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۚ
فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا
بِاَحْسَنِهَا ؕ سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۱۴۵﴾

১৪৫. আর আমি তার জন্য তাওরাতের ফলকসমূহে প্রত্যেক কিছুর উপদেশ আর প্রত্যেক বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি। সুতরাং তা শক্ত করে ধরো এবং তোমরা সম্প্রদায়কে নির্দেশ দাও যেন তারা গ্রহণ করে এর উত্তম বিষয়গুলো। আমি অচিরেই তোমাদেরকে দেখাবো অবাধ্যদের আবাস।

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ
فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ وَاِنْ يَّرَوْا
كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا
سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ
وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ
سَبِيْلًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا
وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿۱۴۶﴾

১৪৬. পৃথিবাতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার করে বেড়ায় আমি শীঘ্রই তাদেরকে আমার নিদর্শনসমূহ থেকে ফিরিয়ে রাখবো। আর যদি তারা আমার সমস্ত নিদর্শনও দেখে নেয় তবুও তারা তাতে ঈমান আনবে না, এবং যদি তারা সঠিক পথ দেখেও নেয় তবুও তাকে পথ হিসেবে গ্রহণ করবে না । আর যদি ভ্রান্ত পথ দেখে তবে তা পথ হিসেবে গ্রহণ করবে । এটা এজন্য যে, তারা আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করেছে এবং সে সম্পর্কে তারা ছিলো উদাসীন।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآءِ
الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ؕ هَلْ
يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴۷﴾ ع

১৪৭. আর যারা আমার নিদর্শনসমূহ ও আখিরাতের সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট হয়ে গেলো। তারা যা করে তদনুযায়ী তাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে।

ع ٧

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ
حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ؕ
اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ
سَبِيْلًا ۘ اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿۱۴۸﴾

১৪৮.আর মূসার অনুপস্থিতিতে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের অলঙ্কারাদি দ্বারা এক প্রাণহীন গো-বাছুর (মাবুদ হিসেবে)বানিয়ে নিলো। যার আওয়াজ ছিলো গরুন ন্যায়। তারা কি দেখলো না যে, তা (গো-বাছুর) না তাদের সাথে কথা বলে এবং না তাদেরকে কোনো পথ দেখায়? তা সত্বেও তারা তাকে মাবুদ হিসেবে গ্রহণ করলো। বস্তুত তারা ছিলো জালেম।[১]

وَلَمَّا سُقِطَ فِيْٓ اَيْدِيْهِمْ وَرَاَوْا اَنَّهُمْ
قَدْ ضَلُّوْا ۙ قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا
وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۱۴۹﴾

১৪৯.আর যখন অনুতপ্ত হলো এবং বুঝতে পারলো যে,তারা নিশ্চিত বিপথগামী হয়ে গিয়েছিলো, তখন বলতে লাগলো, 'যদি আমাদের রব আমাদের প্রতি দয়া না করেন এবং আমাদেরকে ক্ষমা না করেন তবে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো'।

وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ
اَسِفًا ۙ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِيْ مِنْۢ
بَعْدِيْ ۚ اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ وَ

১৫০. আর যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়ের কাছে খুব বেশি দুঃখ ও রাগান্বিত হয়ে ফিরলো তখন বললো, 'তোমরা আমার পরে কতই নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছো। তোমরা কি তোমাদের রবের নির্দেশে তাড়াহুড়া করলে?'

وقف لازم

টীকা:

১ যখন হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাকের সাথে কথা বলার জন্য তুর পাহাড়ে গেলেন, তার যাওয়ার ত্রিশ দিন পর সামেরী বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে সব অলংকার জমা করে একটি প্রাণহীন বাছুর বানালো। অতঃপর তাতে হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام 'র ঘোড়ার খুরের নিচ থেকে নেওয়া মাটি ঢেলে দিলো, এর প্রভাবে সেটা গরুর মতো আওয়াজ দিতে লাগলো।আর সামেরীর প্রতারণায় বনী ইসরাঈলের বার হাজার লোক ছাড়া সবাই ওই বাছুরের পূজা করতে লাগলো। অতঃপর পূজারীরা যখন তাদের এই কুকর্মের কারণে লজ্জিত হলো আর বুঝে গেলো যে, তারা নিশ্চয়ই বিপথগামী হয়ে গিয়েছিলো।সুতরাং তারা আল্লাহ পাকের দরবারে রহমত ও মাগফিরাতের দোয়া চাইলো।

اَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗۤ اِلَيْهِ ؕ قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِيْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِيْ ۪ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِيْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۵۰﴾

এবং মূসা ফলকগুলো জমিনের উপর রেখে দিলো[১] এবং নিজের ভাইয়ের মাথার চুল ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলো।হারূন বললো 'হে আমার মায়ের পুত্র! নিঃসন্দেহে সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাকে দুর্বল মনে করেছে এবং আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। কাজেই তুমি আমার ব্যাপারে শত্রুদেরকে আনন্দিত হওয়ার সুযোগ দিও না[২] এবং আমাকে জালেম সম্প্রদায়ের মধ্যে গণ্য করো না'।

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِاَخِيْ وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ ۫ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿۱۵۱﴾ ع

১৫১. মূসা বললো, 'হে আমার রব! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করো,[৩] আর আমাদেরকে তোমার রহমতের মধ্যে দাখিল করো, আর তুমিই সর্বাধিক বড় দয়াবান'।

ع ৮

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيٰوةِ

১৫২. নিশ্চয়ই ওই সব লোক, যারা গো-বাছুরকে (মাবুদ) বানিয়ে নিয়েছে, অচিরেই তাদের উপর তাদের রবের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা

টীকা:

১ এখানে শুধুমাত্র দ্বীনের (ধর্ম) সমর্থনের জন্য এবং গযবের কারণে তাড়াহুড়ায় ওই ফলকগুলোকে জমিনে রাখা উদ্দেশ্য, এই বিষয়কে কুরআনে পাকে রেখে দেয়ার সাথে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর এই রেখে দেয়ার মধ্যে কোনোভাবে তাওরাতের ফলকগুলোর অবমাননা করা উদ্দেশ্য ছিলো না, আর যা বর্ণিত রয়েছে যে, কিছু ফলক ভেঙ্গে গিয়েছিলো তা যদি সঠিক হয় তাহলে তা তাড়াহুড়ায় জমিনে রাখার কারণে ভেঙ্গে গিয়েছিলো। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام না ইচ্ছাকৃতভাবে ভেঙ্গে ছিলেন আর না হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام'র ধারনা ছিলো যে, এমনটি হয়ে যাবে।

২ শামাতাত এর অর্থ হলো কারও কষ্টে আনন্দ প্রকাশ করা। বর্তমানে দ্বীনি এবং দুনিয়াবী উভয় ক্ষেত্রে শামাতাতের দৃশ্য খুবই ব্যাপক। ধর্মীয় লোক এবং অনুরুপভাবে শ্রমিক, দোকানদার, কারখানা, ফ্যাক্টরী বা মিল ইত্যাদিতে যারা কাজ করে। অনুরূপভাবে কোন কোম্পানী,প্রতিষ্ঠান,ব্যাংকে যারা চাকুরী করে তাদের একটা বড় অংশকে শামাতাত অর্থাৎ স্বীয় মুসলমান ভাইয়ের উপর আসন্ন মুসীবতে আনন্দিত হওয়ার মতো নিন্দনীয় কাজে ব্যস্ত দেখা যায়। আল্লাহ পাক তাদেরকে হেদায়েত দান করুক, আমীন।

৩ এই মাগফিরাতের দোয়া উম্মতের শিক্ষার জন্য ছিলো। অন্যথায় নবীগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام গুনাহ থেকে পূতপবিত্র।

الدُّنْيَا ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِيْنَ ﴿١٥٢﴾

পৌঁছবে পার্থিব জীবনে। এবং আমি মিথ্যা রচনাকারীদেরকে এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি।

وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٥٣﴾

১৫৩. আর ওই সব লোক যারা খারাপ কাজ করেছে, অতঃপর তাওবা করেছে এবং ঈমান এনেছে, তবে নিশ্চয়ই সেই তওবা ও ঈমান আনা পর তোমার রব বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ ۖۚ وَفِيْ نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ ﴿١٥٤﴾

১৫৪. আর যখন মূসার রাগ প্রশমিত হলো তখন সে ফলকগুলো তুলে নিলো। আর যারা নিজেদের রবকে ভয় করে তাদের জন্য ওই সব ফলকে ছিলো হেদায়েত ও রহমত।

وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا ۚ فَلَمَّآ اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ ۭ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ

১৫৫. আর মূসা আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হবার জন্য নিজের সম্প্রদায় থেকে সত্তরজন লোককে বেঁছে নিলো । অতঃপর যখন তাদেরকে ভুমিকম্প পাকড়াও করলো, তখন সে বললো, 'হে আমার রব!তুমি যদি ইচ্ছে করতে তাহলে পূর্বেই তাদেরকে ও আমাকে ধ্বংস করে দিতে পারতে, আমাদের মধ্যেকার নির্বোধেরা যা করেছে তার জন্য

السُّفَهَآءُ مِنَّا ۚ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ ۖ
تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ وَتَهْدِي مَنْ
تَشَآءُ ۖ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَ
ارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ ﴿١٥٥﴾

কি তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে, যা আমাদের নির্বোধ লোকেরা করেছে?[১] এটাতো তোমার পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই না । তুমি এর মাধ্যমে যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করো এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করো। তুমি আমাদের মাওলা, আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং আমাদের প্রতি দয়া করো। আর তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাশীল'।

وَاكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ
فِي الْاٰخِرَةِ إِنَّا هُدْنَآ إِلَيْكَ ۖ قَالَ
عَذَابِيْٓ أُصِيْبُ بِهٖ مَنْ أَشَآءُ ۚ وَ
رَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۖ فَسَأَكْتُبُهَا
لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ
وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٥٦﴾

১৫৬. আর আমাদের জন্য এ দুনিয়ায় ও আখিরাতে কল্যাণ লিপিবদ্ধ করে দাও।[২] নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছি। আল্লাহ বললেন, 'আমি যাকে ইচ্ছা আমার আযাব পৌঁছায়, আর আমার দয়া প্রতিটি জিনিসকে ঘিরে রয়েছে, সুতরাং অনতিবিলম্বে আমি আমার নিয়ামতসমূহ তাদের জন্যই লিপিবদ্ধ করে দেবো, যারা পরহেযগার, যাকাত দেয় এবং আমার আয়াতের প্রতি ঈমান আনে'।

الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ

১৫৭. ওই সব লোক যারা সেই রাসূলের আনুগত্য করে, যে অদৃশ্যের সংবাদদাতা,[৩]

টীকা:

১ হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام মতানৈক্যের কারণে আল্লাহ পাকের হুকুমে অথবা বনী ইসরাঈলের দাবীর কারণে ৭০ জনকে বাছাই করে তুর পাহাড়ে নিয়ে গেলেন। সেখানে আল্লাহ পাকের হুকুম শুনে তারা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام'র কাছে দাবী করলো যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আল্লাহ পাককে প্রকাশ্যে দেখবো না ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আপনার কথা বিশ্বাস করবো না। এতে তাদের উপর ভূমিকম্প চলে আসলো,এবং তারা সবাই ধ্বংস হয়ে গেলো। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام 'র দোয়ায় তাদেরকে আবার জীবিত করে দেওয়া হলো।

২ দুনিয়ার কল্যাণ দ্বারা পবিত্র জীবন এবং নেক আমলসমূহ উদ্দেশ্য। আর আখিরাতের কল্যাণ দ্বারা জান্নাত, আল্লাহ পাকের দীদার এবং দুনিয়ার নেকীর উপর সাওয়াবকে বোঝানো হয়েছে।

৩ মুফাসসিরগণ এই কথার উপর ঐক্যমত যে, এই আয়াত দ্বারা রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বোঝানো হয়েছে।

الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ۫
يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَ
يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ
اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ
عَلَيْهِمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ
وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ
مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٥٧﴾ ع

যে কারও কাছে পড়েনি[১] যাকে (আহলে কিতাব)নিজেদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জিলের মধ্যে লিপিবদ্ধ পায়, তিনি তাদেরকে সৎকর্মের নির্দেশ দেন এবং তাদেরকে অসৎ কাজে বাধা দেন, এবং তাদের জন্য পবিত্র জিনিসগুলো হালাল করেন এবং নোংড়া বস্তুসমূহ তাদের উপর হারাম করেন,আর তাদের উপর থেকে ওই বোঝা ও গলার শৃংখল [২] অপসারিত করেন যা তাদের উপর ছিলো। সুতরাং ওই সব লোক, যারা সেই নবীর প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং ওই নূরের অনুসরণ করে, যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে তারাই সফলকাম।[৩]

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ
اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ

১৫৮. তুমি বলো, ‘হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল,[৪] যার রয়েছে আসমানসমূহে ও জমিনে রাজত্ব । তিনি ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই। তিনিই

টীকা:

১ নিঃসন্দেহে উম্মী হওয়া হুযুর পাকصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র মুজিযা হতে একটি মুজিযা, তিনি দুনিয়ায় কারও কাছে পড়েননি কিন্তু দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব অর্থাৎ কুরআন নিয়ে এসেছেন,এবং মানুষের মাঝে চিরস্থায়ী উপকারী সর্বোত্তম শিক্ষা উপস্থাপন করেছেন।

২ বোঝা দ্বারা মারাত্মক কষ্টকে বোঝানো হয়েছে, যেমন তাওবার মধ্যে নিজেকে হত্যা করা এবং যেসব অঙ্গ থেকে গুনাহ সম্পাদিত হয়েছে সেগুলোকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেটে ফেলা। আর বন্দী দ্বারা কঠোর আহকামকে (বিধিবিধান) বোঝানো হয়েছে, যেমন কাপড়ের যে অংশে নাপাকী লেগেছে তা কেঁচি দিয়ে কেটে ফেলা আর গনীমতের মালকে জ্বালিয়ে দেয়া।

৩ এ থেকে বোঝা গেলো, হুযুর পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সম্মান করা আকিদা, আমল,কথা, কাজ, প্রকাশ্য গোপন প্রত্যেকভাবেই আবশ্যক বরং ঈমানের রুহ।

৪ এই আয়াত হুযুর পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র রিসালাতের বিস্তৃতির দলিল। অর্থাৎ তিনি সকল সৃষ্টিজগতের জন্য রাসূল, আর সমগ্র পৃথিবী তাঁরই উম্মত।

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥٨﴾

জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন, সুতরাং ঈমান আনো আল্লাহ এবং তাঁর উম্মী (যে কারও কাছে পড়েনি) রাসূলের প্রতি যে নিজে আল্লাহর প্রতি ও যাবতীয় বাণীর প্রতি বিশ্বাস করে। আর তোমরা তার আনুগত্য করো, আশা করা যায় তোমরা হেদায়েত লাভ করবে।

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٥٩﴾

১৫৯.আর মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন এক দল রয়েছে, যারা সঠিকভাবে পথ প্রদর্শন করে এবং তা দ্বারা ন্যায় বিচার করে।[১]

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ۭ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اِذِ اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗٓ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۭ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۭ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ

১৬০. আর আমি তাদেরকে বারোটা গোত্রে বিভক্ত করে পৃথক পৃথক দল বানিয়ে দিলাম। আর আমি মূসার কাছে ওহী পাঠালাম- যখন তার কাছে তার সম্প্রদায় পানি চাইলো যে, তুমি তোমরা লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করো।[২] অতঃপর তা থেকে বারোটা ঝর্ণা প্রবাহিত হয়ে গেলো। প্রত্যেক গোত্র নিজেদের পানি পান করার স্থান চিনে নিলো, এবং আমি তাদের উপর মেঘের ছায়া দিয়েছিলাম, আর তাদের উপর নাযিল করেছিলাম 'মান্না ও সাল্ওয়া'।

টীকা:

১ এখানে হক পথ প্রদর্শনকারী দ্বারা কাদেরকে বোঝানো হয়েছে এ সম্পর্কে মুফাসসিরদের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। এগুলোর মধ্যে দুটি মত হলো (১) এর দ্বারা বনী ইসরাঈলের সেসব লোককে বোঝানো হয়েছে যারা ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম এবং তাঁর সাথীগণ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ (২) এর দ্বারা বনী ইসরাঈলের সেসব লোককে বোঝানো হয়েছে যারা হযরত মূসা عَلَیْہِ السَّلَام'র শরীয়ত মানসুখ(রহিত) হওয়ার পূর্বে তা মজবুতভাবে ধরে রেখেছিলো, এতে কোনো পরিবর্তন করেনি আর না কোনো নবীগণ عَلَیْہِمُ السَّلَام কে শহীদ করেছে।

২ যদিও আল্লাহ পাক এর উপর ক্ষমতাবান যে, প্রতিটি জিনিস আল্লাহ পাক বান্দাদেরকে মাধ্যম ছাড়ায় নিজে দান করবেন। কিন্তু তাঁর আইন হলো বান্দাদেরকে মাধ্যম ও উসিলায় দান করা। এর একটি উদাহরণ এই আয়াতে রয়েছে, পানি চাওয়ায় বনী ইসরাঈলকে নিজে পানি দেননি বরং হযরত মূসা عَلَیْہِ السَّلَام কে মাঝখানে মাধ্যম বানালেন।

وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۶۰﴾

তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার করো। আর তারা আমার কোনো ক্ষতি করেনি, বরং তারা নিজেরাই নিজদের ক্ষতি করছিলো।

وَاِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْٓـٰٔتِكُمْ ؕ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۶۱﴾

১৬১. আর স্মরণ করো! যখন তাদেরকে বলা হলো, এ জনপদে বসবাস করো এবং এর মধ্যে যা ইচ্ছা আহার করো আর এরূপ বলো, "আমাদের ক্ষমা হোক" এবং শহরের দরজায় সিজদাবনত হয়ে প্রবেশ করো তাহলে আমি তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেবো। আর অবিলম্বে সৎকর্মশীলদেরকে বাড়িয়ে দেবো।

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۶۲﴾

১৬২. অতঃপর তাদের মধ্যে যারা জুলুম করেছিলো তাদেরকে যা বলা হয়েছিলো তা অন্য কথা দ্বারা পরিবর্তন করে দিলো। সুতরাং আমি তাদের উপর আসমান থেকে শাস্তি পাঠালাম কারণ তারা জুলুম করতো।[১]

وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ اِذْ يَعْدُوْنَ فِي

১৬৩. আর তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করো[২] সাগরের নিকটে অবস্থিত জনপদটি সম্পর্কে, যখন তারা শনিবারে সীমালঙ্ঘন করতো, যখন শনিবারে তাদের মাছগুলো পানির উপর

ع ١٠ ١٥٤ وقف لازم

টীকা:

১ বনী ইসরাঈলকে এই হুকুম দেয়া হয়েছিলো যে, (حِطَّةٌ) বলে দরজায় প্রবেশ করো। এটা তাওবা ও ইসতিগফারের বাক্য। কিন্তু তারা এর পরিবর্তে হাসিঠাট্টা সহকারে (حِنْطَةٌ فِيْ شَعِيْرَةٍ) বলতে বলতে প্রবেশ করলো। এই কারণে তাদের উপর আযাব নাযিল হলো। আর সেই আযাব ছিলো মহামারি, যার দ্বারা এক মুহূর্তে ২৪ হাজার বনী ইসরাঈলী মারা গেলো।

২ এই আয়াতে হুযুর পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, আপনি আপনার নিকটে বসবাসকারী ইহুদিদেরকে ভর্ৎসনা স্বরূপ ওই জনপদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করুন। এই প্রশ্ন দ্বারা উদ্দেশ্য তাদের উপর এটা প্রকাশ করা যে, হুযুর পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র নবুওয়াতকে অস্বীকার করা আর মুজিযাকে অস্বীকার করা ওই ইহুদিদের জন্য নতুন কোনো কথা নয় বরং কুফরী আর গুনাহ করা তাদের পুরাতন প্রথা, তাদের বাপদাদারাও কুফরীতে অটল ছিলো।

السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا تَاْتِيْهِمْ ۚ كَذٰلِكَ ۚ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٣﴾

সাতাঁর কেটে তাদের সামনে ভেসে আসতো, এবং যেদিন শনিবার হতো না সেদিন মাছগুলো তাদের কাছে আসতো না। এভাবে তাদের অবাধ্যতার কারণে তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম।

وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا ۙ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿١٦٤﴾

১৬৪. আর যখন তাদের মধ্য থেকে একদল বললো, 'তোমরা কেন উপদেশ দিচ্ছো এমন সম্প্রদায়কে যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন অথবা কঠিন আযাব দেবেন[১]?' তারা বললো, 'তোমাদের রবের নিকট ওযর পেশ করার উদ্দেশ্যে। আশ করা যায় তারা সাবধান হবে'।

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖۤ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍۭ بَـِٔيْسٍۢ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٥﴾

১৬৫. অতঃপর যে উপদেশ তাদেরকে দেওয়া হয়েছিলো যখন তারা তা ভুলে গেলো, তখন আমি মুক্তি দিলাম তাদেরকে যারা মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতো। আর যারা জুলুম করেছে তাদেরকে কঠিন আযাব দ্বারা পাকড়াও করলাম। কারণ, তারা পাপাচার করতো।

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِـِٕيْنَ ﴿١٦٦﴾

১৬৬. অতঃপর যা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিলো তারা যখন সে বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করলো, তখন আমি তাদেরকে বললাম, 'তোমরা নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও'।

টীকা:

১ এই আয়াতে ওই দলের আলোচনা রয়েছে, যারা শিকারের ব্যাপারে নিশ্চুপ ছিলো। এ থেকে বোঝা গেলো যে, এরা মাছ শিকার করতে একেবারে সম্মত ছিলো না বরং তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলো। অথচ তাদেরকে এজন্য বুঝাতো না যে, তাদের মানার কোনো আশাই ছিলো না। এর দ্বারা স্পষ্টত এটা বোঝা যায় যে, এসব লোকেরাও নাজাত পেয়ে গিয়েছিলো কেননা যখন কারও মেনে নেয়ার আশা থাকে না তখন নেকীর দাওয়াত দেয়া ফরয নয়। তবে হ্যাঁ, অবশ্যই উত্তম। এবং নেকীর দাওয়াত দেয়া ফরযে কিফায়া। সুতরাং একটি দল যখন এটি করছিলোই সেজন্য তা একেবারে ফরয ছিলো না।

وَ اِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ وَ اِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٦٧﴾

১৬৭. আর যখন তোমার রব ঘোষণা দিলেন যে, অবশ্যই তিনি তাদের উপর কিয়ামতের দিন পর্যন্ত এমন লোকদেরকে পাঠাবেন, যারা তাদেরকে আস্বাদন করাবে কঠিন আযাব।[১] নিঃসন্দেহে তোমার রব আযাব প্রদানে খুব দ্রুত এবং নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَ قَطَّعْنٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اُمَمًا ۚ مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَ مِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ ۫ وَ بَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَ السَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿١٦٨﴾

১৬৮.আর আমি তাদেরকে জমিনে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিয়েছি। তাদের মধ্যে কেউ নেককার আর কেউ অন্যরূপ। এবং আমি তাদেরকে ভালো মন্দ দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যাতে তারা ফিরে আসে।

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَ يَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَ اِنْ يَّاْتِهِمْ

১৬৯. অতঃপর তাদের পরে এমন খারাপ প্রতিনিধি এসেছে যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে,তারা এ দুনিয়ার সম্পদ গ্রহণ করে এবং বলে,আমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে,[২] অথচ যদি অনুরূপ সম্পদ

টীকা:

১ এই আয়াতে কিয়ামত পর্যন্ত ইহুদিদের জন্য লাঞ্ছনা আর দাসত্ব নির্ধারণ করে দেয়ার আলোচনা রয়েছে। সুতরাং বখতে নাসার, সানজারীব এবং রুমী খ্রিস্টান বাদশাহদের ইহুদিদের উপর চড়াও হওয়া, তারপর তাদের উপর মুসলমান বাদশাহদের কর্তৃত্ব। অতঃপর ইংরেজদের গোলামীর মধ্যে থাকা। কয়েক যুগ আগে হিটলারের তাদেরকে হত্যা করা আর নিজের দেশ থেকে বের করে দেয়া এই আয়াতের সত্যতার স্পষ্ট দলিল।

২ ইহুদিরা নাফরমানী করার পরেও ক্ষমা পাওয়ার আশা রাখতো,এরই ভিত্তিতে তারা মনে করতো আমরা নবীগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام'র বংশধর এবং আল্লাহ পাকের প্রিয়, এজন্য গুনাহের কারণে আমাদেরকে পাকড়াও করা হবে না। বর্তমানে এমন লোকদেরও অভাব নেই যারা নিজেদের মন্দ আমল থাকা সত্ত্বেও নিজেদেরকে আখিরাতের সাওয়াব ও প্রতিদান পাওয়ার প্রকৃত হকদার মনে করে। আওলিয়া ও নেককারদের সাথে সম্পর্কের কারণে কিয়ামতে শাফায়াত পাওয়ার আশা করা যায় যদি ঈমান থাকে, কিন্তু শুধু এই কারণে নিজের ক্ষমা পাওয়ার নিশ্চিত বিশ্বাস করে নেয়া এবং নেক আমল থেকে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করা একেবারে বাতিল ও পরিত্যাজ্য।

عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ؕ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ؕ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٦٩﴾

তাদের কাছে আরো চলে আসে তবে তারা তাও গ্রহণ করে নিবে। তাদের কাছ থেকে কি কিতাবের মধ্যে এই অঙ্গীকার নেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর ব্যাপারে ব্যাপারে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলবে না? এবং তারা তা পড়েছে যা এই কিতাবের মধ্যে রয়েছে, এবং নিশ্চয়ই পরকালীন আবাস খোদাভীরুদের জন্য উত্তম। সুতরাং তোমরা কি বোঝো না?

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿١٧٠﴾

১৭০.আর ওই সব লোক, যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারন করে এবং তারা নামায কায়েম রেখেছে।নিশ্চয়ই আমি সংশোধনকারীদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না।

وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧١﴾ ع

১৭১. আর স্মরণ করো! যখন আমি তাদের উপর পাহাড়কে তুলে ধরলাম, তা যেন একটা সামিয়ানা । এবং তারা ভাবলো যে, ওটা তাদের উপর বুঝি পতিত হবে। (এমতাবস্থায় বললাম) যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি তা শক্তভাবে ধারন করো। আর তাতে যা আছে তা মনে রেখো, যাতে তোমরা তাকওয়া অবরম্বন করতে পারো।

ع ٢١ ١١

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى ۛۚ

১৭২. এবং হে মাহবুব! স্মরণ করো! যখন তোমার রব আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরকে বের করলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের উপর সাক্ষী করলেন যে, 'আমি কি তোমাদের রব নই'? তরা বললো,'হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিলাম।'

شَهِدْنَا ۛ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

(এটা এজন্য করা হয়েছিলো) যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন বলতে না পারো যে,'আমরা এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম।

أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾

১৭৩. অথবা তোমরা যাতে বলতে না পারো, আমাদের পিতৃপুরুষরাই পূর্বে শিরক করেছে, আর আমরা ছিলাম তাদের পরবর্তী বংশধর। সুতরাং বাতিলপন্থীরা যা করেছে তার কারণে কি তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে?[১]

وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٤﴾

১৭৪. আর আমি এভাবেই আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি, যাতে তারা ফিরে আসে।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾

১৭৫.আর হে মাহবুব! তুমি তাদেরকে ওই ব্যক্তির বৃত্তান্ত শুনিয়ে দাও, যাকে আমি আমার নিদর্শনসমূহ দিয়েছিলাম, অতঃপর সে সেগুলোকে এড়িয়ে যায়। অতঃপর শয়তান তার পেছনে লেগে গেলো, ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।[২]

টীকা:

১ এখানে কিছু বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ,প্রথমত সাধারণত শরয়ী আহকামে মূর্খতা গ্রহণযোগ্য নয়। কেউ যদি এই অভিযোগ উপস্থাপন করে যে, আমার জানা ছিলো না, এভাবে বললে আল্লাহ পাকের আযাব থেকে মুক্তি পাবে না। প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয যেন সে প্রয়োজনীয় মাসয়ালা শিখে। দ্বিতীয়ত: বাপদাদার মূর্খতার অনুসরণ করার অভিযোগ আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। তৃতীয়ত: যদিও গুনাহের ভিত্তি দেয়া গুরুতর অপরাধ কিন্তু এই গুনাহ যারা করবে তারা সবাই অপরাধী। তারা এই অভিযোগ উপস্থাপন করতে পারবে না যে, যেহেতু আমরা এই গুনাহ আবিষ্কার করিনি সেজন্য আমরা দোষী নই।

২ অধিকাংশ মুফাসসিরগণের নিকট এই আয়াত বালআম বিন বাউরা সম্পর্কে নাযিল হয়। সে মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর যুগের অনেক বড় নেককার লোক ছিলো, কিন্তু কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ তার দুনিয়া ও আখিরাত ধ্বংস করে দিলো।

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ
اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ
كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ
يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ؕ ذٰلِكَ
مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٧٦﴾

১৭৬.আর আমি ইচ্ছা করলে উক্ত নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তাকে অবশ্যই উচ্চ মর্যাদা দিতাম, কিন্তু সে তো পৃথিবীর প্রতি ঝুঁকে পড়েছে এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে । সুতরাং তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুকুরের ন্যায়। যদি তার উপর বোঝা চাপিয়ে দাও তাহলে সে জিহবা বের করে হাঁপাবে অথবা যদি তাকে ছেড়ে দাও তাহলেও সে জিহবা বের করে হাঁপাবে। এটি হচ্ছে সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যারা আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করেছে। সুতরাং তুমি এই ঘটনাগুলো শোনাও, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।[১]

سَآءَ مَثَلًا ۨ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿١٧٧﴾

১৭৭.কতই না মন্দ দৃষ্টান্ত সেই সম্প্রদায়ের যারা আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করেছে এবং তারা নিজেদের প্রতিই জুলুম করতো।

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۚ وَمَنْ
يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٧٨﴾

১৭৮. যাকে আল্লাহ হেদায়েত করেন সেই হেদায়েত প্রাপ্ত। আর যাদেরকে তিনি পথ ভ্রষ্ট করেন, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।[২]

টীকা:

১ দুনিয়ার মোহে বালআম বিন বাউরা হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام 'র সাথে বেয়াদবি করলো তখন আল্লাহ পাক তার দৃষ্টান্ত নিকৃষ্ট কুকুরের সাথে দিলেন। এর দ্বারা বেয়াদবি করা যে অত্যন্ত জঘন্য কাজ তা জানা গেলো। এবং দুনিয়াকে ভালোবাসার একটি খারাপ পরিণামও জানা গেলো।

২ এই আয়াতের অর্থ হলো হেদায়েত ও পথভ্রষ্টতা উভয়টির সৃষ্টি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে। আর তন্মধ্যে থেকে কোনো একটিকে গ্রহণ করা বান্দার পক্ষ থেকে। সুতরাং বান্দা যদি হেদায়েত গ্রহণ করে তাহলে আল্লাহ পাক তাতে হেদায়েত সৃষ্টি করে দেন। আর যদি পথভ্রষ্টতা গ্রহণ করে তাহলে আল্লাহ পাক তাতে পথভ্রষ্টতা সৃষ্টি করে দেন।

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾

১৭৯. আর অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও মানুষকে,[১] তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে দেখে না, তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে শোনে না । তারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় বরং আরো অধিক পথভ্রষ্ট। তারাই উদাসীনতার মধ্যে পড়ে রয়েছে।

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾

১৮০. আর আল্লাহর জন্য সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাকো। আর তাদেরকে বর্জন করো যারা তাঁর নামের বিকৃতি ঘটায়।[২] তারা যা করতো অচিরেই তাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে।

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾ ع ١٢

১৮১. আর আমার সৃষ্টির মধ্যে এমন একটি দল রয়েছে, যারা যথাযথভাবে পথ দেখায় এবং তা দ্বারা ইনসাফ করে।

ع ١٢ ٢٦

টীকা:

১ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করার মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ পাকের ইবাদত করা, কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকের শেষ পরিণতি হলো জাহান্নাম। (لِجَهَنَّمَ) শব্দের উল্লেখিত ل কে 'লামে আক্বিবাত' বলা হয়। যারা আরবী বালাগাত সম্পর্কে অবগত তারা সহজে বুঝতে পারবেন।

২ আল্লাহ পাকের নামগুলোর বিকৃতি করার কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে, যেমন আল্লাহ পাকের নামগুলোকে বিকৃত করে অন্যের উপর প্রয়োগ করা,আল্লাহ পাকের জন্য কুরআন ও হাদিসে উল্লেখিত নাম ছাড়া অন্য নাম নির্ধারণ করা। নাম নেয়ার ক্ষেত্রে আদবের প্রতি খেয়াল না রাখা, আল্লাহ পাকের জন্য খারাপ অর্থ বিশিষ্ট নাম রাখা ইত্যাদি। এছাড়া এর একটি দৃষ্টান্ত এরকমও হতে পারে গায়রুল্লাহর জন্য আল্লাহ পাকের ওই সকল নাম সংযোজন করা যা আল্লাহ পাকের জন্য নির্দিষ্ট। যেমন কারও নাম রহমান, কুদ্দুস, খালিক, কুদীর রাখা বা রেখে ডাক দেয়া। আমাদের যুগে এই সমস্যা খুব ব্যাপক,আব্দুর রহমানকে রহমান, আব্দুল খালিককে খালিক আর আব্দুল কাদিরকে কাদির ইত্যাদি বলে ডাকা হয়। এটা হারাম, এটা থেকে বাঁচা আবশ্যক।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٢﴾

১৮২. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, অচিরেই আমি তাদেরকে ধাপে ধাপে এমনভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবো,তারা টেরও পাবে না[১]।

وَاُمْلِيْ لَهُمْ ؕ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ﴿١٨٣﴾

১৮৩. আর আমি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আমার গোপন কৌশল অত্যন্ত শক্তিশালী।

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا ۗ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٨٤﴾

১৮৪. তারা কি চিন্তাভাবনা করে না যে, তাদের সঙ্গী(আমার রাসূল)'র সাথে উন্মাদনার কোনো সম্পর্ক নেই? সে তো স্পষ্ট ভীতি প্রদর্শনকারী।

اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۙ وَّاَنْ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٨٥﴾

১৮৫. তারা কি দৃষ্টিপাত করেনি আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্বে এবং আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি? আর (এর প্রতি যে,) হয়তো তাদের নির্দিষ্ট সময় নিকটে এসে গিয়েছে? সুতরাং এই কুরআনের পর তারা আর কোন কথার উপর ঈমান আনবে?

مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ؕ وَ

১৮৬.আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোনো পথ প্রদর্শনকারী নেই এবং তিনি

টীকা:

১ অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাদেরকে এমনভাবে ধ্বংস ও আযাবের নিকটবর্তী করে দেবেন তারা বুঝতেও পারবে না। কেননা এসব লোক যখন কোনো গুনাহ বা অপরাধ করে তখন আল্লাহ পাক দুনিয়াতে তাদের জন্য নিয়ামতের দরজা খুলে দেন। দুনিয়াবি নেয়ামতের প্রাচুর্য্যতা দেখে এরা খুবই খুশি হয় এবং অবাধ্যতা, গোমরাহি,আর গোনাহ ও অপরাধের বাজার আরো মাত্রাতিরিক্তভাবে গরম করে, অতঃপর আল্লাহ পাক হঠাৎ করে তাদের উদাসীন অবস্থায় পাকড়াও করেন। আমাদেরও চিন্তাভাবনা করা উচিত যে, গুনাহ করার পরেও নিয়ামতসমূহ পাওয়া আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অবকাশ তো নয়?

يَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨٦﴾

তাদেরকে ছেড়ে দেন যেন তারা নিজেদের অবাধ্যতার মধ্যে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়।[১]

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْـَٔلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۗ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾

১৮৭. তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে,তা কখন ঘটবে? তুমি বলো, এর জ্ঞান তো রয়েছে আমার রবের নিকট। তিনিই এর নির্ধারিত সময়ে তা প্রকাশ করবেন। তা আসমনাসমূহ ও জমিনের মধ্যে ভারি হয়ে আছে, তোমাদের উপর আকস্মিকভাবে চলে আসবে। তোমাকে এমনভাবে জিজ্ঞাসা করছে যেন তুমি আগ্রহ সহকারে এটার খোঁজে ব্যস্ত আছো। তুমি বলো, এ বিষয়ের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।[২]

وقف منزل وقف لازم

টীকা:

১ এই আয়াতের অর্থ হচ্ছে যখন ধারাবাহিকভাবে কুফরী আকিদাগুলোর উপর অটল থাকার কারণে কাফেরদের অন্তরে পথভ্রষ্টতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে রইলো আর তারা নিজেদের অবাধ্যতায় সীমালঙ্ঘন করলো, এমনকি তারা স্ব-ইচ্ছায় ওই জিনিসকে নষ্ট করে দিলো যা তাদেরকে হেদায়েত ও ঈমানের দাওয়াত দিতো। অতঃপর তাদের মন ও মস্তিস্ক থেকে সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করার সামর্থ্য শেষ হতে থাকে আর তারা এমন হয়ে গেলো যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে গোমরাহী অবস্থায় সৃষ্টি করলেন।

২ কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময়ের সংবাদ দেওয়া রাসূলের দায়িত্ব নয়। কেননা এটা ইলমে শরীয়ত নয় যেটার প্রচার করতে হবে। বরং কিয়ামতের ইলম(জ্ঞান) আল্লাহ পাকের রহস্যাদির অন্তর্ভুক্ত যা গোপন করা আবশ্যক। জনগণের কাছে কিয়ামতের ইলম আর তা সংঘটিত হওয়ার সময় এজন্য গোপন করা হয়েছে যে, যেন মানুষ কিয়ামতকে ভয় করতে থাকে, কেননা যখন তারা জানতে পারবে না কিয়ামত কখন আসবে, তখন তারা তা থেকে অধিক ভয় পাবে এবং সর্বদা গুনাহ থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে। আর আল্লাহ পাকের ইবাদতে চেষ্টা করতে থাকবে। অন্যথায় তারা গুনাহে মগ্ন থাকবে আর কিয়ামত চলে আসবে।

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۛۚ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْٓءُ ۛؕ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿١٨٨﴾

১৮৮.তুমি বলো,'আমি আমার প্রাণের ভালো-মন্দের মালিক নিজে নই,[১] তবে আল্লাহ যা চান। আর যদি আমি অদৃশ্যকে জেনে নিতাম, তবে আমি অনেক কল্যাণই সংগ্রহ করে নিতাম এবং আমাকে কোনো অনিষ্টই স্পর্শ করতো না। আমি তো কেবল ঈমানদারদেরকে ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদবাহী'।[২]

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰىهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٨٩﴾

১৮৯. তিনিই, যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন, এবং তার থেকেই তার স্ত্রীকে বানিয়েছেন যেন তার কাছ থেকে প্রশান্তি লাভ করে। তারপর যখন পুরুষ নারীকে ঢেকে ফেলে, তখন হালকা গর্ভধারণ করে। এবং তা বহন করে সে চলাফেরা করে। অতঃপর যখন গর্ভ ভারী হয়ে যায়, তখন তারা দুজন মিলে তাদের রব আল্লাহর কাছে কাছে দোয়া করে-'যদি তুমি আমাদেরকে সুস্থ-সবল সন্তান দান করো, তবে আমরা নিঃসন্দেহে কৃতজ্ঞ হবো।'

টীকা:

১ এই আয়াতে হুযুর পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র উচ্চ পর্যায়ের বিনয় প্রদর্শন, আল্লাহ পাকের মাহত্ম্য এবং তাওহীদের আকিদা প্রকাশ করার কথা বলা হয়েছে। আসল কুদরত ও এখতিয়ার আল্লাহ পাকের কাছেই রয়েছে। আর যদি বিশ্বে কারও কাছে বিন্দু পরিমাণও ক্ষমতা থাকে তাহলে তা আল্লাহ পাকের প্রদত্ত। যেমন হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام 'র অসুস্থদের আরোগ্য দান করা,অন্ধদের দৃষ্টি শক্তি দেওয়া,মৃতকে জীবিত করা সবকিছু আল্লাহ পাকের প্রদত্ত ক্ষমতার কারণে হয়েছে।

২ নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অদৃশ্যের জ্ঞান দেয়া হয়েছে, যেমনটি কুরআন হাদিস দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। এখানে এই আয়াতে ইলমে গায়েবের নেতিবাচক দিক হলো(১) এই আয়াতে প্রদত্ত ইলমে আতায়ির অস্বীকার করা হয়নি বরং ইলমে জাতি'র অস্বীকার করা হয়েছে।(২) এই কথাটি আদব ও বিনয়ের জন্য ছিলো (৩) এই আয়াতে এখন অদৃশ্যের জ্ঞান জানার অস্বীকৃতি রয়েছে, ভবিষ্যতে না জানার কোনো দলিল নেই।

فَلَمَّآ اٰتٰىهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰىهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿١٩٠﴾

১৯০. অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে সুস্থ-সবল সন্তান দান করলেন, তখন তারা তাঁর দানের মধ্যে তাঁর শরীক দাঁড় করালো, অথচ তাদের শিরক হতে আল্লাহ পাক বহু ঊর্ধ্বে।

اَيُشْرِكُوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴿١٩١﴾

১৯১. তারা কি এমন কিছুকে (আল্লাহর) শরীক সাব্যস্ত করে যারা কোনো কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না? বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে।[১]

وَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَّلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ﴿١٩٢﴾

১৯২. আর না তারা তাদেরকে কোনো সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে এবং না নিজেরা নিজেদেরকে সাহায্য করতে পারে।

وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَتَّبِعُوْكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ اَدَعَوْتُمُوْهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُوْنَ ﴿١٩٣﴾

১৯৩. আর যদি তোমরা তাদেরকে সৎপথের দিকে আহ্বান করো, তারা তোমাদের অনুসরণ করবে না। তাদেরকে আহ্বান করো কিংবা চুপ থাকো তোমাদের জন্য উভয়ই সমান ।

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا

১৯৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের ইবাদত করো,[২] তারা তোমাদের মতো বান্দা, সুতরাং তোমরা তাদেরকে ডাকো,

টীকা:

১ এই আয়াত এবং সামনের কিছু আয়াতে প্রতিমার মাবুদ না হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক দলিল উপস্থাপন করা হয়েছে। আর তাতে প্রতিমার গুরুত্বহীনতা,শিরক বাতিল হওয়ার বর্ণনা এবং মুশরিকদের পূর্ণ মূর্খতা ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে।

২ আয়াতে উল্লেখিত تَدْعُوْنَ এর অর্থ تَعْبُدُوْنَ অর্থাৎ তোমরা যার ইবাদত করো। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা স্মরণ রাখবেন, আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করা শিরক। অনুরূপভাবে সৃষ্টির মধ্যে কাউকে উপাস্য মনে করে ডাকা অথবা তার কাছ থেকে হাজত ও সাহায্য চাওয়া শিরক। তবে যদি আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কাউকে উপাস্য মনে না করে এবং সে আল্লাহ পাকের নেক বান্দাদেরকে তাঁর প্রদত্ত ক্ষমতায় বিপদ দূরকারী হিসেবে মান্য করে তাহলে এটা কখনও শিরক হবে না। যেমন হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام 'র রোগীদেরকে আরোগ্য দেওয়া, অন্ধদেরকে দৃষ্টিশক্তি দেয়া কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, আর এগুলো বিপদ দূর করারই দৃষ্টান্ত।

لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٩٤﴾

অতঃপর তারা যেন তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَآ اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَآ اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِهَآ اَمْ لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ قُلِ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ ﴿١٩٥﴾

১৯৫. তাদের কি পা আছে যার সাহায্যে তারা চলে ? বা তাদের কি হাত আছে, যা দিয়ে তারা ধরে? বা তাদের কি চোখ আছে, যা দিয়ে তারা দেখে? অথবা তাদের কি কান আছে, যা দিয়ে তারা শোনে? তুমি বলে দাও,[১] 'তোমরা তোমাদের শরীকদের ডাকো এবং আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো এবং আমাকে অবকাশ দিও না'।

اِنَّ وَلِيِّ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٩٦﴾

১৯৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার সাহায্যকারী, যিনি কিতাব নাযিল করেছেন এবং তিনি সৎকর্মশীলদেরকে সাহায্য করেন।

وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ﴿١٩٧﴾

১৯৭. আর আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের ইবাদত করো তারা তোমাদের সাহায্য করার শক্তি রাখে না এবং না তারা নিজেদের সাহায্য করতে পারে।

وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَسْمَعُوْا ؕ وَتَرٰىهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿١٩٨﴾

১৯৮. আর যদি তোমরা তাদেরকে সৎপথের দিকে আহবান করো তবে তারা শুনবে না, আর তুমি তাদেরকে দেখবে যে, তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে অথচ তারা কিছুই দেখছে না।

টীকা:

১ হুযুর পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন মূর্তি পূজার বিরুদ্ধাচরণ করলেন এবং মূর্তির অসহায়ত্ব ও ক্ষমতাহীনতার কথা বর্ণনা করলেন, তখন মুশরিকরা ধমক দিলো আর বললো মূর্তিকে যারা মন্দ বলে তারা ধ্বংস হয়ে যায়। আর এই মূর্তি তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়। ওই মুশরিকদের খন্ডন করতে গিয়ে এই আয়াতে করীমা নাযিল হয়।

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ﴿١٩٩﴾

১৯৯. হে হাবীব! ক্ষমা পরায়ণতা অবলম্বন করো, এবং সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ إِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٠٠﴾

২০০. আর হে শ্রোতা! যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো কুমন্ত্রণা তোমাকে উদ্বুদ্ধ করে, তবে দ্রুত আল্লাহর আশ্রয় চাও। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ﴿٢٠١﴾ ج

২০১. নিশ্চয়ই তাকওয়ার অধিকারী লোকদের নিকট যখন শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো কুমন্ত্রণা আসে, তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ স্মরণ করে, তখনই তাদের দৃষ্টি খুলে যায়।[১]

وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ ﴿٢٠٢﴾

২০২. আর নিশ্চয়ই শয়তানের ভাইয়েরা তাদেরকে পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়। অতঃপর তারা এ ব্যাপারে কোনো ত্রুটি করে না।[২]

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِاٰيَةٍ قَالُوْا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ؕ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوْحٰٓى

২০৩. আর হে হাবীব! যখন তুমি তাদের কাছে কোনো নিদর্শন নিয়ে আসো, তখন তারা বলে, 'তুমি নিজেই কেন বানিয়ে নাও না?' তুমি বলো আমি তারই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি আমার রবের কাছ থেকে

টীকা:

১ যখন শয়তান অন্তরে গুনাহ করার কুমন্ত্রণা দেয় তখন আল্লাহ পাকের কুদরত এবং তাঁর নিয়ামতসমূহে চিন্তাভাবনা করা এবং আল্লাহ পাকের প্রতিদান ও শাস্তি দেয়াকে স্মরণ করা, সেই কুমন্ত্রণাকে দূর করা ও গুনাহ থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে সহযোগী হবে।

২ এরা দ্বারা মুশরিকদেরকে বোঝানো হয়েছে, যাদেরকে শয়তান পথভ্রষ্টতার দিকে টানে এমনকি তারা পথভ্রষ্টতার মধ্যে পাকাপোক্ত হয়ে যায়। এরপর না তারা পথভ্রষ্টতা থেকে বিরত থাকে আর না পথভ্রষ্টতা ত্যাগ করে।

اِلَّا مِنْ رَّبِّیْ ۚ هٰذَا بَصَآىِٕرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ ﴿۲۰۳﴾

ওহীরূপে আসে। এটা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে চোখ খুলে দেওয়া স্পষ্ট প্রমাণ। আর তা হেদায়েত ও রহমত তাদের জন্য যারা ঈমান আনে।

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۲۰۴﴾

২০৪. আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগ সহকারে শোনো এবং চুপ থাকো, যাতে তোমাদের প্রতি রহম করা হয়।[১]

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِیْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِیْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِیْنَ ﴿۲۰۵﴾

২০৫. আর তুমি তোমার রবকে স্মরণ করো সকাল-সন্ধায় অনুনয়-বিনয় ও ভীতি সহকারে এবং অনুচ্চ স্বরে। আর গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

اِنَّ الَّذِیْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَیُسَبِّحُوْنَهٗ وَلَهٗ یَسْجُدُوْنَ ﴿۲۰۶﴾ السجدة ع

২০৬. নিশ্চয়ই ওই সব লোক যারা তোমার রবের নিকটে রয়েছে, তারা তাঁর ইবাদতে অহংকার করে না, এবং তাঁরই পবিত্রতা বর্ণনা করে আর তাঁকেই সিজদা করে।[২]

السجدة الثالثة ٢٠٦ ١٨ ٤

টীকা:

১ যখন কুরআন তিলাওয়াত হয় তখন অন্যান্য লোকদের নিশ্চুপ হয়ে শোনার হুকুম রয়েছে। বিশেষ করে নামাযের মধ্যে ইমাম সূরা ফাতিহা অথবা অন্য কোনো সূরা পাঠ করলে তখন নিশ্চুপ হয়ে শোনা আবশ্যক। ইমামের পেছনে কিরাআত পড়ার অনুমতি নেই।

২ এই আয়াত 'আয়াতে সিজদার' অন্তর্ভুক্ত। এর তিলাওয়াতকারী এবং শ্রবণকারীর উপর সিজদা করা ওয়াজীব।

٨ سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ مَدَنِيَّةٌ ٨٨ اٰياتها ٧٥ ركوعاتها ١٠	সূরা: আনফাল , আয়াত: ৭৫ রুকু : ১০, মাদানী
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	আল্লাহর নামে শুরু যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ؕ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۪ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝١	১. হে মাহবুব! লোকেরা তোমাকে গনীমতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে[১], তুমি বলো, গনীমতের মাল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য, সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং পরস্পরের সাথে সুসম্পর্ক রাখো । আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো যদি তোমরা মু'মিন হও।
اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝٢ ۚ	২. মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়।[২] আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে। আর তারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে।[৩]
الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝٣ ؕ	৩. যারা নামায প্রতিষ্ঠিত রাখে এবং আমার প্রদত্ত রিযিক থেকে আমার পথে ব্যয় করে।

টীকা:

১ আরবী শব্দ اَنْفَال(نَفَل)এর বহুবচন। আর এর দ্বারা গনীমতের মালকে বোঝানো হয়েছে। আর نَفَل কে গনীমত এজন্য বলা হয় যে, এটাও শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের দয়া এবং দান।

২ আল্লাহ পাকের ভয় দুই প্রকার (১) আযাবের ভয়ে গুনাহ বর্জন করা (২) আল্লাহ পাকের মর্যাদা,তার সম্মান এবং তার অমুখাপেক্ষিতা হতে ভয় করা। প্রথম প্রকারের ভয় সাধারণ মুসলমানদের মধ্য থেকে পরহেযগারদের হয়ে থাকে আর দ্বিতীয় প্রকারের ভয় নবী রাসূল কামেল ওলী এবং নৈকট্যতম ফেরেশতাদের হয়ে থাকে। আর যে যত আল্লাহ পাকের নিকটতম হয় তার তত বেশি ভয় হয়।

৩ তাওয়াক্কুলের প্রকৃত অর্থ হলো মানুষ প্রকাশ্য মাধ্যমকে গ্রহণ করবে কিন্তু অন্তরে ওই মাধ্যমগুলোর উপর অকাট্য ভরসা করবে না বরং আল্লাহ পাকের সাহায্য সহযোগিতা ও সমর্থনে ভরসা রাখবে।

أُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ۚ﴿٤﴾

৪. তারাই প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য তাদের রবের নিকট রয়েছে মর্যাদাসমূহ, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ۖ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ۙ﴿٥﴾

৫. যেভাবে তোমার রব তোমাকে ঘর থেকে প্রকৃতভাবেই বের করে এনেছিলেন।[১] আর নিশ্চয়ই মুসলমানদের একটা দল তা অপছন্দ করেছিলো।[২]

يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ؕ﴿٦﴾

৬. সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও তারা তোমার সঙ্গে বাদানুবাদে লিপ্ত হয়েছিলো, তারা যেন চেয়ে দেখছিলো যে, তাদেরকে মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হচ্ছে।

وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ۙ﴿٧﴾

৭. আর স্মরণ করো! যখন আল্লাহ তোমাদের ওয়াদা দিয়েছিলেন যে,[৩] দু'টি দলের মধ্যে একটা তোমরা পাবে, আর তোমরা চেয়েছিলে যেন নিরস্ত্র দলটি তোমরা লাভ করো। আর আল্লাহ চেয়েছিলেন তাঁর বাণী দ্বারা সত্যকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে আর কাফেরদের মূল কেটে দিতে ।

টীকা:

১ এই আয়াতের অর্থ হলো, হে হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গনীমতের সম্পদকে মুসলমানদের ক্ষমতা থেকে বের করে আপনার ক্ষমতায় দিয়ে দেওয়াটা এমনই হক যেমন আপনার বদর যুদ্ধে নিজের ঘর থেকে বের হওয়াটা যথার্ত ছিলো। যদিও স্বভাবগতভাবে উভয় জিনিস কতিপয় মুসলমানদের কাছে কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল।

২ এই দলের অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণ এটা ছিলো যে, তারা দেখছিলো 'তাদের সংখ্যা অল্প, অস্ত্র সস্ত্র কম, অথচ শত্রুদের সংখ্যা অনেক বেশি আর তাদের অস্ত্রসস্ত্র ইত্যাদির অনেক বড় সরঞ্জাম ছিলো।

৩ এই আয়াতে বদর যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এর বিস্তারিত জানার জন্য তাফসীরে সিরাতুল জিনান, খন্ড ৩ পৃষ্ঠা ৫২৪ অধ্যয়ন করুন।

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾

৮. যাতে তিনি সত্যকে সত্য প্রমাণিত করেন এবং মিথ্যাকে মিথ্যে প্রমাণিত করেন, যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করে।

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿٩﴾

৯. আর স্মরণ করো! যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছিলে, তখন তিনি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করে বলেছিলেন, 'আমি তোমাদেরকে পর পর আগমনকারী এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবো।'

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ ع ١٥

১০. আর আল্লাহ তো তা করেছিলেন সুসংবাদস্বরূপ এবং যাতে এর দ্বারা তোমাদের অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়। আর সাহায্য তো শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ

১১. স্মরণ করো! যখন তিনি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রশান্তির জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করলেন[১] এবং আকাশ থেকে তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করলেন, যাতে এর দ্বারা তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করেন এবং তোমাদের থেকে শয়তানের পংকিলতা দূর করে দেন, তোমাদের অন্তরসমূহ দৃঢ়

টীকা:

১ তন্দ্রা যদি যুদ্ধে আসে তাহলে তা নিরাপত্তার নিদর্শন এবং তার নিরাপত্তা হওয়াটা এভাবে বোঝা যায় যে, যার প্রাণের ভয় থাকে তার ঘুম ও তন্দ্রা আসে না, সে বিপদ ও ভয় ভীতিতে থাকে। তীব্র ভয়ের সময় তন্দ্রা আসা নিরাপত্তা অর্জন এবং ভয় দূরীভূত হওয়ার দলিল।

بِهِ الْاَقْدَامَ ﴿١١﴾

রাখেন এবং এর দ্বারা তোমাদের পা-সমূহ স্থির রাখেন।

اِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِّيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ سَاُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾ ؕ

১২. আর হে হাবীব! স্মরণ করো, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের প্রতি ওহী পাঠিয়েছিলেন,'আমি তোমাদের সঙ্গেই আছি; সুতরাং তোমরা মুমিনদেরকে অনড় রাখো। অতিসত্বর আমি কাফেরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করবো, সুতরাং তোমরা তাদের স্কন্ধে আঘাত হানো এবং আঘাত হানো প্রত্যেকটি আঙ্গুলের গিঁটে গিঁটে।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾

১৩. এটি এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করেছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করবে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।[১]

ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ﴿١٤﴾

১৪. এটাই তোমাদের শাস্তি, সুতরাং তোমরা তা আস্বাদন করো । আর নিশ্চয়ই কাফেরদের জন্য রয়েছে আগুনের আযাব।

টীকা:

১ অর্থাৎ বদর যুদ্ধের সময় কাফেরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করা তাদের হত্যা করা এবং বন্দী করা এ জন্য ছিলো যে, তারা আল্লাহ পাক ও তার রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র বিরোধিতা করেছিলো।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ﴿١٥﴾

১৫. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কাফের বাহিনীর মুখোমুখি হবে বিশাল বাহিনী নিয়ে, তখন তাদের থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না।[১]

وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٦﴾

১৬. আর যে ব্যক্তি সেদিন যুদ্ধে কৌশল অবলম্বন করবে কিংবা নিজ দলের সঙ্গে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনোভাবে তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, তবে সে আল্লাহর গযবে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়লো, জাহান্নামই তার ঠিকানা, আর তা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।[২]

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ۪ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ

১৭. সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করোনি, বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন।[৩]আর হে হাবীব! তুমি নিক্ষেপ করোনি যখন তুমি নিক্ষেপ করেছিলে , বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন। এবং যাতে তিনি তাঁর পক্ষ থেকে মুমিনদেরকে উত্তম পুরুষ্কার

টীকা:

১ মুসলমানদেরকে এই হুকুম দেয়া হয়েছে তারা যেন যুদ্ধের ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন না করে। আর এই হুকুম তখনই যখন কাফেররা মুসলমানদের চেয়ে সংখ্যায় দ্বিগুণ হবে,এর চেয়ে অধিক হবে না। আর যদি কাফেরদের সংখ্যা মুসলমানদের তুলনায় দ্বিগুনের চেয়ে অধিক হয় তাহলে মুসলমানদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করা নাজায়েয ও হারাম নয়। অধিকাংশের মতে একশত মুসলমানের দুইশত কাফেরদের মোকাবেলায় পালায়ন করা কোনো অবস্থাতে জায়েয নয়। আর যদি কাফেরদের সংখ্যা দুইশত এর অধিক হয় তাহলে তাদের মোকাবেলায় পলায়ন করা যদিও জায়েয কিন্তু ধৈর্য ও অটলতার সাথে দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম।

২ যুদ্ধের সময় কাফেরদের থেকে পলায়নকারী মুসলমান আল্লাহ পাকের শাস্তিতে গ্রেফতার হবে আর তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। তবে দুটি পদ্ধতি এমন যার মধ্যে সে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে পলায়নকারী হিসেবে গণ্য হবে না (১) কোনো যোদ্ধার রণ কৌশলের জন্য পিছু হটা (২) নিজের দলের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য পিছু হটা। স্মরণ রাখবেন উহুদের যুদ্ধে এবং হুনায়নের যুদ্ধে যারা পিছপা হয়েছিলেন সেসব সাহাবা এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়, কেননা তাদের সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা স্বয়ং আল্লাহ পাক দিয়েছেন।

৩ এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেলো, ভালো ও নেক কাজের সম্পৃক্ততা আল্লাহ পাকের দিকে করা উচিত। আর ভালো কাজের উপর অহংকার করা উচিত নয়। কেননা তা আল্লাহ পাকের দেওয়া তাওফীকের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

بَلَآءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾

দেয়ার জন্য পরীক্ষা করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾

১৮. এটাই সত্য, আর এমনিভাবেই আল্লাহ কাফেরদের ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দেন।

إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ۖ وَإِن تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ ۚ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٩﴾ ع

১৯. হে কাফের দল! যদি তোমরা ফয়সালা চাও, তবে ফয়সালাতো তোমাদের সামনেই এসে গেছে।[১] আর যদি তোমরা অন্যায় থেকে বিরত হও, তবে তা তোমাদের জন্যই কল্যাণকর আর যদি তোমরা পুনরায় এই কাজ করো তবে আমিও পুনরায় তোমাদেরকে শাস্তি দেবো , আর তোমাদের বিরাট বাহিনী তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মুমিনদের সঙ্গে আছেন।[২]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿٢٠﴾

২০. হে ঈমানদাগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং আদেশ শোনার পর তা অমান্য করো না।[৩]

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا

২১. আর তাদের মতো হয়ো না, যারা বলেছে আমরা শুনেছি, অথচ তারা শোনেনি।

ع ٩ ١٢ ٢

টীকা:

১ বদর যুদ্ধ আসলে হক ও বাতিলের ফয়সালা ছিলো, কেননা সেখানে বিজয় হকের দলিল আর পরাজয় বাতিল হওয়ার দলিল ছিলো।

২ এর দ্বারা বোঝা গেলো যে, যুদ্ধে শুধু বাহিনীর সংখ্যাধিক্য ও অধিক সরঞ্জামাদি দ্বারা বিজয়ী হওয়া যায় না বরং আল্লাহ পাকের ইচ্ছা থাকাও আবশ্যক।

৩ এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র আনুগত্য করার হুকুম দেওয়া আর তাঁর নাফরমানি করা থেকে নিষেধ করা। আর আল্লাহ পাকের আনুগত্য করা এই কথার প্রতি মনোযোগ দেয়ার জন্য যে, আল্লাহর রাসূলের صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র আনুগত্য করা মানে আল্লাহ পাকেরই আনুগত্য করা।

وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٢١﴾	
اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٢٢﴾	২২. নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে যারা (হক কথা শোনার ব্যাপারে) বধির, বোবা, যারা কিছুই বোঝে না।[১]
وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ ؕ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٣﴾	২৩. আর আল্লাহ যদি জানতেন যে, তাদের মধ্যে কল্যাণকর কিছু নিহিত রয়েছে তাহলে অবশ্যই তাদেরকে শোনার তাওফীক দিতেন। তিনি যদি তাদেরকে শোনাতেন তাহলে তারা উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে চলে যেতো।[২]
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾	২৪. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন রাসূল তোমাদেরকে এমন বিষয়ের দিকে ডাকেন যা তোমাদেরকে জীবন দান করে[৩] এবং জেনে রাখো! আল্লাহর আদেশ মানুষ ও তার মনের ইচ্ছার মধ্যে অন্তরায় হয়ে যায়। আর নিশ্চয়ই তোমাদেরকে তাঁর নিকট সমবেত করা হবে।

টীকা:

১ অর্থাৎ সৃষ্টির মধ্যে পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের নিকট নিকৃষ্ট সেই যে না হক শোনে আর না হক কথা বলে এবং না বোঝে।

২ আয়াতে خير দ্বারা সত্য ও আগ্রহকে বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ যদি আল্লাহ পাক ওই সব মানুষের অন্তরে হক গ্রহণ করার সত্যিকার প্রেরণা ও আগ্রহ জানতেন তাহলে তাদের দাবীকৃত মুজিযা তাদেরকে দেখিয়ে দিতেন আর হক শুনিয়ে দিতেন। কিন্তু যেহেতু তাদের অন্তরে সেই সত্য ও আগ্রহ নেই, সুতরাং আল্লাহ পাক তাদেরকে তাদের দাবীকৃত মুজিযা দেখাননি। আর যদি আল্লাহ পাক তাদেরকে তাদের দাবিকৃত মুজিযা দেখিয়েও দিতেন তখনও তারা মুখ ফিরিয়ে নিতো।

৩ এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো হুযুর পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখনই কাউকে ডাক দেন তখনই তার উপর আবশ্যক যে, সে যেন তাঁর ডাকে সাড়া দেয় সে যে কাজেই ব্যস্ত হোক না কেন, এমনকি নামাযে থাকলেও। যেমন বুখারী শরীফে এটা যথারীতি বর্ণনা করা হয়েছে।

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

২৫. আর তোমরা সেই ফিতনাকে ভয় করো[১], যা তোমাদের মধ্যকার জালেম ও পাপিষ্ঠদেরকেই বিষেশভাবে ক্লিষ্ট করবে না। আর জেনে রাখো ! নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর ।

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. আর স্মরণ করো! যখন তোমরা ছিলে অল্প, তোমাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো জমিনে। তোমরা আশঙ্কা করতে লোকেরা তোমাদেরকে ছোঁ মেরে না নিয়ে যায়, তখন আল্লাহ পাক তোমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন এবং নিজ সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করেছেন । আর তোমাদেরকে পবিত্র রিযিক দিয়েছেন যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় করো।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না[২] এবং খেয়ানত করো না ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের আমানতসমূহে।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ

২৮. আর জেনে রাখো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হচ্ছে পরীক্ষার

টীকা:

১ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا বলেন, এই আয়াতে আল্লাহ পাক মুমিনদেরকে হুকুম দিয়েছেন, তারা যেন নিজের শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে মন্দ কাজকে প্রতিহত করে এবং পাপীদেরকে পাপ কাজ থেকে বারণ করে। যদি তারা এমন না করে তাহলে আযাব তাদের সবার জন্য হবে। আর যারা পাপী ও পাপী নয় সবার কাছে আযাব পৌছে যাবে। এর দ্বারা বোঝা গেলো, যে সম্প্রদায় শক্তি থাকার পরেও মন্দ কাজ থেকে বারণ করা ছেড়ে দেয় আর মানুষকে গুনাহ থেকে প্রতিহত করে না তারা তাদের এই ফরয কাজ ত্যাগ করার কারণে আযাবে গ্রেফতার হয়।

২ খিয়ানত শব্দটি আমানতের বিপরীতে ব্যবহার হয়। এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র গোপন বিষয় শত্রুদের পর্যন্ত পৌছানো। আর সাধারণত এতে আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র হুকুমের পরিপন্থী কাজ করাটা অন্তর্ভুক্ত।

فِتْنَةٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٨﴾ ع

একটি সামগ্রী মাত্র,আর আল্লাহর নিকট রয়েছে মহা পুরস্কার ।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٩﴾

২৯. হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তাহলে তিনি তোমাদেরকে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী নূর দান করবেন , তোমাদের গুনাহ মুছে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ؕ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. আর হে হাবীব! স্মরণ করো, যখন কাফেররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলো যে, তোমাকে বন্দী করে রাখবে কিংবা শহীদ করবে অথবা দেশ থেকে বের করে দেবে। তারা নিজেদের মতো ষড়যন্ত্র করেছিলো আর আল্লাহ নিজের গোপন কৌশল করছিলেন, আর আল্লাহই গোপন কৌশলে সর্বাপেক্ষা উত্তম।[১]

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَاۤ ۙ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣١﴾

৩১. আর যখন তাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন বলে,নিশ্চয়ই আমরা শুনলাম। ইচ্ছা করলে আমরাও অনুরূপ বলে দিতে পারি। এগুলো তো পূর্ববর্তী লোকদের কাহিনী ছাড়া কিছুই নয়।

টীকা:

১ এই আয়াতে কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের ওই ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে,যা তারা হুযুর পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে শহীদ করার জন্য দারুন নাদওয়ায় বসে করেছিলো। এর পরেই নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কা মুকাররামা থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেছিলেন।

وَ اِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٢﴾

৩২. আর স্মরণ করো যখন তারা বলেছিলো[১] হে আল্লাহ! যদি এ কুরআনই তোমার পক্ষ থেকে সত্য হয় তাহলে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করো কিংবা কোনো বেদনাদায়ক শাস্তি আমাদের উপর নিয়ে এসো।

وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ اَنْتَ فِيْهِمْ ۚ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩. আর আল্লাহর শান এমন নয় যে, তাদেরকে আযাব দেবেন এ অবস্থায় যে, তুমি তাদের মাঝে বিদ্যমান[২] এবং আল্লাহ তাদেরকে আযাব দানকারী নন যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ক্ষমা প্রার্থনা করছে।[৩]

وَ مَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَ هُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَا كَانُوْٓا اَوْلِيَآءَهٗ ؕ اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗٓ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. আর তাদের কী আছে যে, আল্লাহ তাদেরকে আযাব দেবেন না? অথচ তারা 'মাসজিদুল হারাম' থেকে বাধা প্রদান করছে আর তারা এর তত্বাবধায়কও নয়। এর তত্বাবধায়ক তো কেবল মুত্তাকীগণ[৪] কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই জানে না।

টীকা:

১ এর দ্বারা এর পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত দাবী এবং এই আয়াতে উল্লেখিত দোয়া নদর বিন হারিস প্রমুখ কাফেররা করেছিলো। আর নদর বিন হারিস এমন দুর্ভাগা কাফের ছিলো যার নিন্দায় কুরআনে পাকে দশটি আয়াত নাযিল হয়। এবং বদর যুদ্ধের দিন হুযুর পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র হাতে জাহান্নাম পৌছে যায়।

২ হুযুর পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের রহমত ও নিরাপত্তা।হুযুর পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র কারণেই দুনিয়ায় আল্লাহ পাকের আযাব হয় না।

৩ বোঝা গেলো যে, ক্ষমা প্রার্থনা করা আযাব থেকে নিরাপত্তা পাওয়ার মাধ্যম।

৪ কাফেররা এই দাবী করতো যে, আমরা কাবাঘর আর হেরেম শরীফের মুতাওয়াল্লী (কতৃত্বকারী)। আমরা যাকে ইচ্ছা তাকে প্রবেশ করতে দেবো আর যাকে ইচ্ছা বাধা দেবো। আল্লাহ পাক তাদের খন্ডনে ইরশাদ করলেন যে, এরা মাসজিদুল হারামের উপযুক্ত নয়। এবং কাবার বিষয়াদিতে ক্ষমতা প্রয়োগের কোনো যোগ্যতা রাখে না কেননা এরা মুশরিক অথচ মাসজিদুল হারামের মুতাওয়াল্লী হওয়ার উপযুক্ত হলো পরহেযগার লোক।

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَآءً وَّتَصْدِيَةً ؕ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. আর কা'বার নিকট তাদের নামায শিস দেয়া আর তালি মারা[১] ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। সুতরাং আস্বাদন করো আযাব কারণ তোমরা কুফরী করতে।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ ﴿٣٦﴾ۙ

৩৬. নিশ্চয়ই কাফেররা নিজেদের সম্পদ আল্লাহর পথে বাধা প্রদান করার উদ্দেশ্যে ব্যয় করে। তারা তো তা ব্যয় করবে। অতঃপর তা তাদের আক্ষেপের কারণ হবে। এরপর তারা পরাভূত হবে। আর যারা কুফরী করেছে তাদেরকে জাহান্নামে সমবেত করা হবে।

لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهٗ فِيْ جَهَنَّمَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٣٧﴾ ع

৩৭. যাতে পৃথক করে দেন আল্লাহ অপবিত্রকে পবিত্র থেকে।[২] এবং যাতে অপবিত্রকে একটিকে আরেকটির উপর স্থাপন করে সমবেত স্তুপে পরিণত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন। এরাই হল ক্ষতিগ্রস্ত।

ع ৪ ১৮

টীকা:

১ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا বলেন, কুরাইশ গোত্রের কাফেররা উলঙ্গ হয়ে কাবাঘর তাওয়াফ করতো এবং শিশ দিতো ও তালি মারতো। তাদের এই কাজ হয়তো এই বাতিল আকিদার জন্য ছিলো যে, শিশ দেয়া ও তালি মারা ইবাদত অথবা এই দুষ্টমীর জন্য যে, তাদের এই চেচামেচীর কারণে হুযুর পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم'র নামাযে যেন পেরেশানী হয়।

২ মুমিন নিজের ঈমানের কারণে পবিত্র এবং কাফের নিজের কুফরীর কারণে অপবিত্র। মুসলমানদেরকে অপবিত্র বলা জায়েয নেই।

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮. তুমি কাফেরদেরকে বলো,যদি তারা বিরত থাকে তবে যা গত হয়েছে তা তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে,[১] এবং যদি তারা পুনরায় যুদ্ধ করে তবে পূর্ববর্তী লোকদের রীতি তো গত হয়েছে।

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٣٩﴾

৩৯.আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে চাও যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয়[২] আর দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। অতপর তারা যদি বিরত হয়, তবে তারা যা করে আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ۭ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿٤٠﴾

৪০. আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরই অভিভাবক। সুতরাং কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী।[৩]

টীকা:

১ এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেলো যে, কাফের যখন কুফরী করা থেকে বিরত হয়ে যায় এবং ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তখন তাদের পূর্বের কুফরী এবং কুফরী অবস্থায় কৃত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

২ আয়াতে ফিতনা দ্বারা কুফর ও শিরককে বোঝানো হয়েছে।

৩ এর দ্বারা বোঝা গেলো যে, মুমিন গাজীর উচিত সে যেন শুধুমাত্র হাতিয়ার আর প্রকাশ্য সরঞ্জামের উপর ভরসা না করে। বরং নিজ পূর্ণ ভরসা যেন আল্লাহ পাকের উপর রাখে, কেননা তিনিই সবচেয়ে উত্তম অভিভাবক ও সাহায্যকারী। আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করাটাই সর্বোত্তম হাতিয়ার যা মুসলমানদের কাছে তো রয়েছে কিন্তু কাফেরদের কাছে নেই।